সতর্কবাণী

আমার রচিত “শেয়ারবাজার জিজ্ঞাসা” বইটির গুণগতমান, জনপ্রিয়তা ও বাজারে বিপুল চাহিদার কারণে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও অর্থলিপ্সু ব্যক্তি বইটির আগের সংস্করণ থেকে হুবহু অংশবিশেষ অথবা সামান্য পরিবর্তন করে নকল কপি বাজারে সরবরাহ করেছে। আমার এ বইটি যেহেতু বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধীকৃত, সে জন্য সম্পূর্ণ বইটি বা এর অংশবিশেষ নকল করে বাজারজাত করা কপিরাইট সনদের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন। ভবিষ্যতে এ ধরনের অপপ্রয়াস চালালে অসাধু লেখক, প্রকাশক এবং বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে কপিরাইট আইন মোতাবেক আইনগত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অতএব, এই ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

লেখক

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন এফসিএমএ

নিবন্ধ সংখ্যা ১২০৮১-কপার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কপিরাইট অফিস

স্বত্বাধিকার নিবন্ধভুক্তির প্রমাণপত্র

এতদ্বারা প্রমাণপত্র প্রদান করা হইতেছে যে মোহাম্মদ মহিউদ্দিন (এফসিএমএ) প্রণীত এবং ২০০৮ খ্রি: (২য় সংস্করণ) তারিখে মোহাম্মদ নাঈম উদ্দিন গং কর্তৃক প্রকাশিত "শেয়ার বাজার জিজ্ঞাসা" নামক সাহিত্য কর্মের সর্ব স্বত্বাধিকার সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রী বহিতে মোহাম্মদ মহিউদ্দিন (এফসিএমএ) নামে ও ১২০৮১-কপার ক্রমিক সংখ্যায় নিবন্ধভুক্ত করা হইয়াছে।

আমার সহি ও সীলমোহরে অদ্য ২০১০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের পাঁচ তারিখে প্রদত্ত হইল।

রেজিষ্ট্রার

শেয়ারবাজার জিজ্ঞাসা

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন

বি.কম. (অনার্স), এম.কম. (অ্যাকাউন্টিং), এফসিএমএ

চেয়ারম্যান-আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লি.
চেয়ারম্যান-ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন সার্ভিসেস লি.
চেয়ারম্যান-ই-ভিশন সফট্ওয়্যার লি.
চেয়ারম্যান-বিএলপি ওয়ার্ম ফ্যাশন লি.
প্রাক্তন ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-আজিম গ্রুপ
প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর-চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লি.
প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট-আইসিএমএবি
প্রাক্তন ইন্টারন্যাল অডিট ম্যানেজার-গ্ল্যাক্সো বাংলাদেশ লি.
প্রাক্তন খন্ডকালীন শিক্ষক, বিজিএমইএ ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি
প্রাক্তন খন্ডকালীন অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
প্রাক্তন খন্ডকালীন শিক্ষক, ইনস্টিটিউট অব চারটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম সেন্টার
প্রাক্তন খন্ডকালীন শিক্ষক, দি ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ।

প রি বে শ ক

আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড

ট্রেক হোল্ডার সিএসই (০৫) এবং ডিএসই (১০৬)

ফারুক চেম্বার (৬ষ্ঠ তলা) ১৪০৩, শেখ মুজিব রোড, চৌমুহনী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০২৩৩৩৩১১২২০, ০২৩৩৩৩১২৪৫৫, মোবাইল: ০১৭৩০০৪২৯০০
www.islctg.com; www.fb/islctg;
www.youtube.com/@islandsecuritiesLtd;

প্রকাশক
মোহাম্মদ নাকিম উদ্দিন নিশাদ, আলফি, আদন, আরওয়া, আজওয়া ও আযরাফ
মাইমুনা ভিলা, ৫২৮/এ, হাজী আবদুল হামিদ সড়ক, ফয়'স লেক, খুলশী, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৭৩০-০৪২৯০২, ০১৭১১-৭৬২৬৬৫
০১৭০৬-৬১৩৪৭৬, ০১৯১১-০৭৭৩৬৭

সম্পাদনায়

আশরাফুন নাহার শিপ্রা
সায়রা বানু এসিএমএ

গ্রন্থস্বত্ব© লেখক

প্রথম সংস্করণ
১১ ই সেপ্টেম্বর ২০০৫

দ্বিতীয় সংস্করণ
৩০ শে এপ্রিল ২০০৮

তৃতীয় সংস্করণ
১ আগস্ট ২০১০
পুনর্মূদ্রণ ঃ অক্টোবর ২০১০
সংশোধিত পুনর্মূদ্রণ ঃ নভেম্বর ২০১০

চতুর্থ সংস্করণ
১৫ই জানুয়ারী ২০২০
পঞ্চম **সংস্করণ**
১লা মার্চ ২০২৫

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায়
সাহিত্য বিচিত্রা
৩৬ মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৬২১৯৪০৩৫০, ০১৮৮২৮০৩৫৯৯

মূল্যঃ ৭৫০ টাকা মাত্র।

ISBN 978-984-35-7156-4

978-984-35-7156-4

আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড

“আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড” ১০ অক্টোবর **১৯৯৫** সালে ব্রোকার হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এটি ছিল চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ লিমিটেডের লেনদেনের প্রথম দিন। আজ আইএসএল চিটাগাং স্টক একচেঞ্জ লিমিটেডের অন্যতম প্রধান ব্রোকার। আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড জুন ২০০৮ সালে ঢাকা স্টক একচেঞ্জ লিমিটেডের সদস্যপদ ক্রয় করে (TREC-নং১০৬)। আইএসএল জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন এফসিএমএ এর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় ৩৪টি ব্রাঞ্চ ও সাব- ব্রাঞ্চ এবং প্রায় ২০০ জন জনবল নিয়ে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পুঁজিবাজারে উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশন (BSEC) মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ৩টি ক্যাটাগরিতে **“স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পুরষ্কার ২০২১”** প্রদান করেন। **“আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড”** স্টক ব্রোকার ও ডিলার ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছে।

বইটির প্রাপ্তি স্থান

আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিঃ এর সকল শাখা এবং ডিজিটাল বুথসমূহ

চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম
প্রধান অফিস ফারুক চেম্বার (লিফটের ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ), ১৪০৩ শেখ মুজিব রোড, চৌমুহণী, চট্টগ্রাম। ফোন: ০২৩৩৩৩১১২২০, ০২৩৩৩৩১২৪৫৫ মোবাইল: ০১৭৩০০৪২৯০০, ০১৭৩০৭০২১৬১ **আগ্রাবাদ অফিস (কর্পোরেট এক্সটেনশন)** আকতারুজ্জামান সেন্টার (লেভেল-৭) আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম। মোবাইলঃ ০১৭৩০-০৪২৯৩০ **অক্সিজেন অফিস (কর্পোরেট এক্সটেনশন)** সিকান্দার সেন্টার (২য় তলা) বঙ্গবন্ধু এভেনিউ, অক্সিজেন, বায়জিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম। ফোন: ০২-৪১৩৮০৪১২ মোবাইলঃ ০১৭৩০-৭০২১১১ **শাহ আমানত ব্রাঞ্চ** ২৩, ২৭ শাহ আমানত সিটি কর্পোরেশন মার্কেট (৩য় তলা), জুবলি রোড, চট্টগ্রাম। ফোন: ০২৩৩৩৩৫৯২৪৫ মোবাইলঃ ০১৭৩০-০৪২৯১৭ **বহদ্দারহাট ব্রাঞ্চ** স্বজন সুপার মার্কেট (৪র্থ তলা), ১০৫৩ বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৩০-০৪২৯০৬ **হাটহাজারী ব্রাঞ্চ** জে এন্ড জি শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা), নাজিরহাট রোড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৩০-০৪২৯০৭ **ফটিকছড়ি ডিজিটাল বুথ** নজরুল শপিং কমপ্লেক্স, (২য় তলা) কলেজ রোড, বিবির হাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭০৮-১৫৮৫৪৩ **রাঙ্গামাটি ডিজিটাল বুথ** এস.আর. টাওয়ার (২য় তলা), ১০৭, শহীদ আবদুল রশিদ সড়ক, বনরূপা, রাঙ্গামাটি। মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪৮ **সীতাকুন্ড ব্রাঞ্চ** ২১২, নিবিড় বিপনি বিতান (২য় তলা), নামার বাজার রোড, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৩০-০৪২৯০৯	**চকরিয়া ব্রাঞ্চ** চকরিয়া শপিং কমপ্লেক্স (৩য় তলা), চিরিঙ্গা, চকরিয়া, কক্সবাজার। মোবাইলঃ ০১৭৩০-০৪২৯১৬ **কক্সবাজার ডিজিটাল বুথ** সৈকত টাওয়ার (৩য় তলা), পূর্ববাজার ঘাটা, কক্সবাজার পৌরসভা, কক্সবাজার। মোবাইল: ০১৮৪৪-৪৮৩৮৯০ **ঢাকা** **ঢাকা আঞ্চলিক অফিস- সেগুনবাগিচা ব্রাঞ্চ** স্কাই ভিউ ওশেন, সুইট-বি২ (২য় তলা), ৩৮ সেগুনবাগিচা, ঢাকা। ফোন: ০২-৮৩৯১১১৫-৮ মোবা: ০১৭৩০-৭০২১০৭, ০১৭৩০-০৪২৯৩৯ **ধানমন্ডি ব্রাঞ্চ** ইর্স্ট্রান এলিট সেন্টার, স্পেস নং- ৪/৪ (৪র্থ তলা), প্লট নং-৭৪১ (পূর্বের), ৫০ (নতুন), সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯। ফোন: ০২-৪১০২৩৮১০, ০২-৪১০২৩৮১১ মোবাইল: ০১৭৩০-৭০২১৪৪ **ফার্মগেট ব্রাঞ্চ :** সেন্টার পয়েন্ট কনকর্ড (৩য় তলা) রুম নং- ১২ ডি, ১৪/এ এন্ড ৩১/এ, তেজকুনি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। ফোন: ০২-৪১০২৪৪০৭, ০২-৪১০২৪৪০৮ মোবাইলঃ ০১৭৩০-৭০২১৬৭ **উত্তরা ব্রাঞ্চ** সার্কেল উইন্ডফ্লাওয়ার (৪র্থ তলা), ফ্ল্যাট-৩ ই, বাড়ী নং-৩০, সেক্টর-১১, সোনারগাঁ জনপথ রোড, উত্তরা, ঢাকা। ফোন: ০২-৪৮৯৬৩৮৬১, ০২-৪৮৯৬৩৮৬২ মোবাইল: ০১৭৩০-৭০২১৬৫ **নিকুঞ্জ ব্রাঞ্চ** ডিএসই টাওয়ার, রুম নং-১৪৭, লেভেল-৮, প্লট - ৪৬, রোড নং-২১, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা। ফোন: ০২-৪১০৪০২৫৭ মোবাইল: ০১৭৩০-৭০২১৭৯

নোয়াখালী/ লক্ষীপুর/ চাঁদপুর	খুলনা
চৌমুহনী ব্রাঞ্চ হোসেন মার্কেট (৩য় তলা), ডি.বি. রোড, চৌমুহণী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। ফোন: ০৩২১-৫৩৬৪৭, ৫৩৬৪৮, ৫৬১০৮ মোবাইল: ০১৭৩০-০৪২৯১১ **মাইজদী ব্রাঞ্চ** নাছির ব্রাদার্স ভবন (২য় তলা), ১৪৫৯ মেইনরোড, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। ফোন : ০২-৩৩৪৪৯১৪৭২, ০২-৩৩৪৪৯১৯৩১, ০২-৩৩৪৪৯১৩১০ মোবাইল: ০১৭৩০-০৪২৯১৫ **সোনাইমুড়ি ডিজিটাল বুথ** তোফায়েল শপিং মল (৩য় তলা, দক্ষিণপাশে), সোনাইমুড়ি মেইন রোড, নোয়াখালী। মোবাইলঃ ০১৭৩০-৭০২১২৯ **হাজিগঞ্জ ডিজিটাল বুথ** কেনাকাটা মার্কেট (৪র্থ তলা), মেইন রোড, হাজিগঞ্জ মধ্য বাজার, চাঁদপুর। মোবাইল: ০১৭৩০-৭০২১৩২ **লক্ষীপুর ডিজিটাল বুথ** ডাঃ শাহ আলম চৌধুরী শপিং কমপ্লেক্স (৩য় তলা), সিটি মেইন রোড, সদর, লক্ষীপুর। মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪	**খুলনা ব্রাঞ্চ** মল্লিক শপিং কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), যশোর রোড-৯১০০, খুলনা। ফোন: ০৪১-৭২৫৭০৬, ০৪১-৭২৫৭৩৬, মোবাইল: ০১৭৩০-৭০২১৮৩ **ফুলতলা ডিজিটাল বুথ** আমির টাওয়ার (২য় তলা), ফুল তলা বাজার, খুলনা হাইওয়ে, খুলনা। মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৩৯ **সাতক্ষীরা ডিজিটাল বুথ** নূর সুপার মার্কেট (২য় তলা) ১৭৬২/৩, শহীদ নাজমুস স্বরনী, (নতুন ডিসি অফিসের সামনে) সাতক্ষীরা। মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪৬ **ঝিনাইদহ ডিজিটাল বুথ** মালিতা প্লাজা (৪র্থ তলা), ১৭ শেরে বাংলা সড়ক (পায়রা চত্বর), ঝিনাইদহ। মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪৯ **নওয়াপাড়া ডিজিটাল বুথ** হোল্ডিং নং- ৭৩ (৩য় তলা, দক্ষিণ পাশে), নুরবাগ, নওয়াপাড়া, যশোর। মোবাইল: ০১৭৩০-৭০২১৮৯ **মোংলা ডিজিটাল বুথ** এন,জে স্টোর (২য় তলা), আব্দুল হাইরোড, মোংলা পৌরসভা, মোংলা বাগেরহাট। মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৩৫
রাজশাহী	**সিলেট**
চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডিজিটাল বুথ আলাউল্লাহ ভবন (৩য় তলা), হোল্ডিং নং-১৩৪/১, বাতেন খাঁর মোড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪৭ **সিরাজগঞ্জ ডিজিটাল বুথ** মেট্রোপ্লাজা (২য় তলা), এস. এস. রোড, সিরাজগঞ্জ। মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৪৪ **উল্লাপাড়া ডিজিটাল বুথ** গোলাম আম্বিয়া সুপার মার্কেট (২য়তলা), উল্লাপাড়া বাস স্ট্যান্ড, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৫০	**হবিগঞ্জ ব্রাঞ্চ** খাজা গার্ডেন সিটি (৩য় তলা), টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ। ফোন: ০২-৮১৪১৯৪৮, ০২-৪৮১১৫৪৭০ মোবাইল: ০১৭৩০-৭০২১৫২ **বরিশাল** **ভোলা ডিজিটাল বুথ** কে জাহান শপিং মল, (২য় তলা), ভোলা সদর রোড, ভোলা। মোবাইল: ০১৭৩০-৭০২১৫৩
ময়মনসিংহ	**রংপুর**
ময়মনসিংহ ডিজিটাল বুথ সুরুজ প্লাজা (২য় তলা), ১/৩ জুবলি ঘাট, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ। মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৫১	**সৈয়দপুর ডিজিটাল বুথ** বাবুয়ালি কমপ্লেক্স (২য় তলা), শেরে বাংলা রোড, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭০৮-১৫৮৫৫২

বইটি কিভাবে পড়বেন?

সাধারণ নিয়মে যেকোন বই প্রথম থেকে পড়া আরম্ভ করতে হয়। এই বইয়ের ব্যাপারে প্রথম থেকে পড়ার প্রয়োজন নেই। সূচীতে ০১-৩১৬ টি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নোত্তর প্রশ্নের ক্রমানুসারে সাজানো আছে। পাঠক যে প্রশ্নের উত্তর জানতে চান শুধু সেই প্রশ্নটি পড়ে নিবেন। পাঠকের প্রত্যাশিত প্রশ্নটি কিভাবে খুঁজবেন তার সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা ৩৮৯,৩৯০ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। এতে করে দুই চার দিনে পুঁজিবাজার সম্মন্ধে একটা সাধারণ ধারনা নিতে পারবেন। কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর বারবার পড়তে হবে।

সবকিছুরই একটা পরিভাষা থাকে। তেমনি ভাবে পুঁজিবাজারেরও পরিভাষা আছে। কয়েকটি পরিভাষা ৩১৬ নং প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া আছে। পরিভাষাগুলো আগেই পড়ে নেওয়া ভালো।

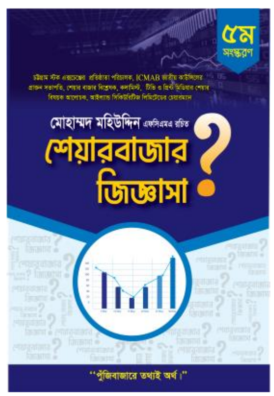

উৎসর্গ

মায়ের আদর কেমন সেটা বোঝার বয়স না হতে মা চলে গেছেন। দাদীর কোলে জীবনের সময় শুরু না হতে সে দাদীও চলে গেছেন। বাবাই ছিলেন আমার সব। বাবার হাত ধরেই আমার আজকের এই অবস্থান। সেই বাবাও ১৯৮৬ সালে চলে গেছেন। তাই মা, বাবা ও দাদীকে বইটি উৎসর্গ করলাম।

পাঠকদের কাছে তাঁদের জন্য দোয়া প্রত্যাশা করছি।

পঞ্চম সংস্করণে

লেখকের প্রত্যাশা

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার একটি জটিল দর্শন। দীর্ঘ ৬৯ বছর পরও পুঁজিবাজার তেমন গতিশীলতা পায়নি। বলতে গেলে এখনো পুঁজিবাজার উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারী কাহারো তেমন আস্থা অর্জন করতে পারেনাই। ১৯৫৬ সন থেকে ডিএসইতে ট্রেড শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সনে ডিএসইতে ট্রেড শুরু হয়। স্টক এক্সচেঞ্জ স্ব-শাসিত ভাবে চলছিল। রেগুলেটর বলতে আলাদা কেউ ছিলনা।

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রন করার জন্য সিকিউরিটিজ অ্যাক্ট হয় ১৯৯৩ সনে এবং ৮ জুন ১৯৯৩ তে সিকিউরিটিজ কমিশন গঠিত হয়। এই বিশাল শূন্যতার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাজার চলছিল। পুঁজিবাজার একটি বিশাল কর্মযজ্ঞের ক্ষেত্র। বলতে গেলে সবই ছিল উপেক্ষিত। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষন কিভাবে করা যাবে, অসাধু উদ্যোক্তাদের তালিকাভুক্তি কিভাবে ঠেকানো যাবে এবং ব্রোকারদের কিভাবে নিয়ন্ত্রন করা হবে সবই অস্পষ্ট ভাবে চলছিল। এর মধ্যে এলো ১৯৯৬ সালের বাজার ধস। সব মিলিয়ে যৎসামান্য অর্জন ধুলায় মিশে যায়। এরপর ঘুরে দাড়াতে প্রায় ১০ বছর সময় নেয়।

১৯৯৫ সনে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার পর পুঁজিবাজার প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক আলাপ আলোচনা শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে স্টক এক্সচেঞ্জ, বিএসইসি ও সরকারের সহযোগিতায় Bangladesh Institute of Capital Market (BICM) প্রতিষ্ঠিত হয়। BICM এ শিক্ষা কার্যক্রম চলছে কিন্তু এখনো তেমন বিস্তার লাভ করতে পারেনি। এখনো এর সকল কর্মকান্ড শুধু ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ। আমরা আশাবাদি পুঁজিবাজার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অদূর ভবিষ্যতে BICM ভালো অবদান রাখবে।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Alternative Business Finance হিসেবে পুঁজিবাজার তেমন গুরুত্ব পায়নি। পাঠ্য বইয়ের অভাবকে অযুহাত হিসেবে দাঁড় করানো হয়। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে এধরনের মনোভাব খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আনন্দের খবর হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ই জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে দেশব্যাপি বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এর পূর্বে ২৬শে ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের গেজেট প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের জন্য এটি একটি মাইল ফলক। এই গেজেটে যে রোড ম্যাপ দেওয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞগন এর পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন আশা করছেন।

পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বেশ কিছু আইন এবং নিয়মকানুন পরিবর্তনের ফলে ৪র্থ সংস্করনের বইটি পূনঃমুদ্রন না করে নতুনভাবে ৫ম সংস্করন হিসেবে প্রকাশ করা হলো। বেশ কিছু নতুন প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে। কিছু পুরনো প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কিছু প্রশ্ন পূনঃসম্পাদন করা হয়েছে। আশাকরি পুঁজিবাজার সম্মন্ধে জানতে আগ্রহী পাঠকদের কাছে বইটি সুপাঠ্য হবে। বইটির ব্যাপারে পাঠকদের মতামত প্রত্যাশা করছি।

প্রকাশকের বক্তব্য

শেয়ারবাজার জিজ্ঞাসা বইটি চতুর্থ সংস্করণও স্বল্প সময়ে সবগুলো কপি ফুরিয়ে যায়। বইটিতে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা ছাড়া তেমন কিছু নেই এই ভেবে পূণঃপ্রকাশের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আমাদের ধারণার সঙ্গে অনেকেই একমত নন। নতুন বিনিয়োগকারীদের দাবি বইটি আবারও প্রকাশিত হোক। প্রাথমিক ধারণা নেওয়া বিনিয়োগকারী ও শেয়ারবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরিজীবী এমনকি ব্যবসা, বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষক, বিজনেস রিপোর্টার ও ছাত্র-এ ধরনের অনেকের দাবির মুখে বইটির পঞ্চম সংস্করণ বের করার সিদ্ধান্ত নিতে হলো।

পঞ্চম সংস্করণে অনেক নতুন বিষয় স্থান পেয়েছে। বইটি পড়লে শেয়ারবাজার সম্পর্কে যা অবগত হওয়া যাবে তার চেয়ে শতগুণ প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগবে। আমরা মনে করি, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ধারণার পর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা ও গবেষণামূলক বই বাংলায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। বিনিয়োগকারীদেরকে তথ্যঅভিজ্ঞ এবং শিক্ষিত করার দায়িত্ব কার? এর উত্তরে শিক্ষাবোর্ডসমূহ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম এসে যায়। আমাদের দেশের অনেক ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণও শেয়ারবাজার সম্পর্কে তেমন অবগত নন। তাই যারা মেধাবী, সাহসী এবং পরিশ্রমী তাদের কাছে শেয়ার বাজারকে সহজ ভাষায় তুলে ধরতে হবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে আশা করি, *শেয়ারবাজার জিজ্ঞাসা* বইটি নতুন লেখক ও গবেষকগণকে নতুন বই ও লেখা প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। জ্ঞান চর্চা, ব্যবসা ও জনসেবা এ ত্রিমুখী মাত্রা শেয়ার বাজারের অবকাঠামোকে সময় উপযোগী করবে এবং পুঁজিবাজার নিরাপদ হবে।

সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও *শেয়ারবাজার জিজ্ঞাসা'র* পঞ্চম সংস্করণে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। আশা করি পাঠকগণ তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।
আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা বইটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে।

মোহাম্মদ নাকিম উদ্দিন নিশাদ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড

আপনি কি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী? শেয়ার বাজারে লাভ করতে হলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়ে বুঝতে হবে, কমপক্ষে নিম্নে উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর জানা অতি প্রয়োজন। এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানার জন্য *শেয়ারবাজার জিজ্ঞাসা* বইটির সাহায্য নিতে পারেন।

সূচিপত্র:

প্রশ্ন ০১। অর্থবাজার, শেয়ারবাজার, পুঁজিবাজার কাকে বলে? এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

প্রশ্ন ০২। শেয়ার (Share) কি?

প্রশ্ন ০৩। প্রেফারেন্স শেয়ার (Preference Share) কাকে বলে? কাদের জন্য এবং কী কী কারণে প্রেফারেন্স শেয়ার ছাড়া হয়?

প্রশ্ন ০৪। বন্ড কি? বন্ড প্রকার ও কি কি?

প্রশ্ন ০৫। ডিবেঞ্চার (Debenture) কি?

প্রশ্ন ০৬। পুঁজিবাজারের ধর্ম কি?

প্রশ্ন ০৭। ইনডেক্স কী এবং কেন?

প্রশ্ন ০৮। শেয়ার ব্যবসাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার সুযোগ আছে কি?

প্রশ্ন ০৯। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করলে কিভাবে পুঁজি বৃদ্ধি পায়?

প্রশ্ন ১০। কি ধরনের কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ করা লাভজনক?

প্রশ্ন ১১। শেয়ার ব্যবসায় বিনিয়োগ নীতি কি সব বয়সী লোকের জন্য সমান?

প্রশ্ন ১২। শেয়ারবাজারে কি কি ধরনের বিনিয়োগ ঝুঁকি আছে ?

প্রশ্ন ১৩। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের কোন মৌসুম আছে কি?

প্রশ্ন ১৪। শেয়ার কিনতে হলে কখন টাকা দিতে হয়?

প্রশ্ন ১৫। শেয়ারের দাম বাড়ে বা কমে কেন?

প্রশ্ন ১৬। ইমম্যাচিওর্ড (Immatured) শেয়ার কাকে বলে?

প্রশ্ন ১৭। মিউচ্যুয়াল (Mutual Fund) ফান্ড কি?

প্রশ্ন ১৮। বর্তমানে আমাদের পুঁজি বাজারে মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশের তুলনামূলক চিত্র কেমন?

প্রশ্ন ১৯। মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজার দরের উঠানামা কেমন হয় ?

প্রশ্ন ২০। আমাদের বাজারে কয়টি ওপেন এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড আছে? এদের নাম কি? সম্পদ ব্যবস্থাপক কে কে? এদের আকার কি রকম?

প্রশ্ন ২১। কি দেখে মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?

প্রশ্ন ২২। আমাদের পুঁজিবাজারে কখন থেকে মিউচ্যুয়াল ফান্ড চালু হয় ? এদের ফান্ড ম্যানেজার কে ছিল ?

প্রশ্ন ২৩। ডিরাইভেটিভস (Derivatives) বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ২৪। ট্রেজারি বিলস্ (Treasury Bills) কি?

প্রশ্ন ২৫। সঞ্চয় সার্টিফিকেট (Savings Certificate) বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ২৬। স্টক এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange) কি?

প্রশ্ন ২৭। স্টক এক্সচেঞ্জ কেন?

প্রশ্ন ২৮। সিডিবিএল (CDBL) কি এবং এর কাজ কি?

প্রশ্ন ২৯। সিসিবিএল (CCBL) কি?

প্রশ্ন ৩০। ডিপি (DP) বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ৩১। ইলেক্ট্রনিক রেজিস্টারে শেয়ার রাখার জন্য সিডিবিএল কোনো ফি নেয় কি?

প্রশ্ন ৩২। ডিমেট (Demat) কি?

প্রশ্ন ৩৩। বিও একাউন্ট বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ৩৪। বিও একাউন্ট খুলতে কি কি কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়?

প্রশ্ন ৩৫। লিংক বিও একাউন্ট কি? যে একাউন্টের সাথে লিংক বিও একাউন্ট করা হয় ঐ একাউন্ট কি সক্রিয় থাকবে?

প্রশ্ন ৩৬। এনআরবি কারা? এনআরবিদের জন্য বিও অ্যাকাউন্ট করতে কি কি প্রয়োজন হয়?

প্রশ্ন ৩৭। কেউ যদি সিএসই বা নন ব্রোকার প্রতিষ্ঠানে বিও একাউন্ট খোলে তাহলে সে কিভাবে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করবে?

প্রশ্ন ৩৮। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কি এবং এর কাজ কি কি?

প্রশ্ন ৩৯। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কিভাবে গঠিত হয়?

প্রশ্ন ৪০। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কতগুলি বিভাগ আছে?

প্রশ্ন ৪১। পুঁজিবাজার (ক্যাপিটাল মার্কেট) কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত?

প্রশ্ন ৪২। পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারের কি কি আইন-কানুন আছে? প্রয়োজনের তুলনায় এগুলো কি যথেষ্ট?

প্রশ্ন ৪৩। বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইন, রুলস, রেগুলেশনস গুলো কি পর্যাপ্ত?

প্রশ্ন ৪৪। পোর্টফোলিও ম্যানেজার (Portfolio Manager) কি? এদের কাজ কি?

প্রশ্ন ৪৫। Under Writers (অবলেখনকারী) কারা হতে পারেন? Under Writer এর ভূমিকা কি ?

প্রশ্ন ৪৬। মার্চেন্ট ব্যাংকার কি? এদের কাজ কি?

প্রশ্ন ৪৭। বাংলাদেশের পুঁজি বাজারে কতটি মার্চেন্ট ব্যাংকার আছে? এরা কি সকলে স্বক্রিয়?

প্রশ্ন ৪৮। সম্পদ ব্যবস্থাপকের কাজ কি? (Asset Management Company)

প্রশ্ন ৪৯। আমাদের দেশে কয়টি সম্পদ ব্যবস্থাপক আছে? এদের সকলের দক্ষতা ও আকার কেমন?

প্রশ্ন ৫০। হেফাজতকারী (Custodian) কাকে বলে? এদের কাজ কি?

প্রশ্ন ৫১। ট্রাস্টি কারা? তাদের কাজ কি?

প্রশ্ন ৫২। মার্কেট মেকার কি? এদের কাজ কি?
প্রশ্ন ৫৩। ক্রেডিট রেটিং কি? পুঁজিবাজারের অবকাঠামো হিসেবে এর ভুমিকা কি?
প্রশ্ন ৫৪। ব্রোকার ভ্যালু কি?
প্রশ্ন ৫৫। একটি ব্রোকার হাউসের কি কি কর্ম বিভাগ থাকা উচিত?
প্রশ্ন ৫৬। ডিজিটাল বুথ কি? বিনিয়োগকারিদের জন্য এতে কি কি সুবিধা থাকে?
প্রশ্ন ৫৭। ব্রোকারেজ ভ্যালু এর নতুন ব্রাঞ্চ খোলার জন্য কি কি শর্ত পালন করতে হয়?
প্রশ্ন ৫৮। ব্রোকার ভ্যালু -এর ব্যবস্থাপকের কার্যপরিধি কি কি?
প্রশ্ন ৫৯। ব্রোকার হাউজে কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট-এর প্রয়োজনীয়তা কি?
প্রশ্ন ৬০। ভালো ব্রোকার ভ্যালু চেনার উপায় কি?
প্রশ্ন ৬১। ব্রোকারেজ ভ্যালু গুলোর নিট ক্যাপিট্যাল কিভাবে নির্ণয় করতে হয়? নিট ক্যাপিট্যালের প্রতিবেদন কয় দিনের মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জে জমা দিতে হয়?
প্রশ্ন ৬২। Consolidated Customer Accounts (সম্মিলিত ক্লায়েন্ট হিসাব)এবং কোম্পানী একাউন্ট কাকে বলে?
প্রশ্ন ৬৩। অথোরাইজড রিপ্রেজেনটেটিভ (এ/আর) বা অনুমোদিত প্রতিনিধি কে? একজন অনুমোদিত প্রতিনিধির যোগ্যতা ও কাজ কি?
প্রশ্ন ৬৪। পুঁজিবাজারে ডিলারের কাজ কি? ডিলার হতে হলে কি কি শর্তাবলী পুরণ করতে হয়?
প্রশ্ন ৬৫। ব্রোকার ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সমাধানের কি কি উপায় আছে?
প্রশ্ন ৬৬। আপনার গ্রাহক সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হতে হবে কেন? Know Your Customer (KYC) কি?
প্রশ্ন৬৭। যেদিন সার্কিট ব্রেকার (Circuit Breaker) থাকে না সেদিন অথোরাইজড রিপ্রেজেনটেটিভদের কী ধরনের ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে?
প্রশ্ন ৬৮। লিস্টেড কোম্পানীকে কত দিনের মধ্যে বিএসইসিতে অডিটেড ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট জমা দিতে হয়?
প্রশ্ন ৬৯। লিস্টেড কোম্পানীর কোয়ার্টারলি রিপোর্ট কখন দিতে হয় এবং এর কোনো ৬নির্দিষ্ট ফরমেট আছে কি?
প্রশ্ন ৭০। অথোরাইজড এবং পরিশোধিত মূলধন কাকে বলে?
প্রশ্ন ৭১। আইপিও (IPO) কি এবং আইপিও পাওয়ার জন্য কোথায় কিভাবে আবেদন করতে হবে?
প্রশ্ন ৭২। কোন কোম্পানী মেইন বোর্ডে আইপিও'তে আসতে চাইলে কোন প্রক্রিয়া আসতে পারবে?
প্রশ্ন ৭৩। স্মল ক্যাপ হিসাবে আইপিও'তে আসার শর্ত ও প্রক্রিয়া কি?
প্রশ্ন ৭৪। আইপিও প্রোসপেক্টাসের কোন কোন বিষয়গুলো বিনিয়োগকারীর গুরুত্ব

দিয়ে বিবেচনা করা উচিত?

প্রশ্ন ৭৫। আইপিও'তে শেয়ার পেতে হলে বিনিয়োগকারীকে কী কী করতে হবে?

প্রশ্ন ৭৬। কার্ট-অফ ডেট কি?

প্রশ্ন ৭৭। আইপিও'তে আবেদন করলে কতদিন পর শেয়ার পাওয়া যায়? সময় কি আরো কমানো যায়?

প্রশ্ন ৭৮। ফিক্সড প্রিমিয়াম কি? কোন ধরনের কোম্পানী প্রিমিয়াম প্রাইসে আইপিও ছাড়তে পারে?

প্রশ্ন ৭৯। বুক বিল্ডিং পদ্ধতি কি এবং কিভাবে বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে কাট-অফ প্রাইস নির্ধারিত হয়?

প্রশ্ন ৮০। বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে কারা কারা নীলামে প্রাইস ডিসকভারিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে?

প্রশ্ন ৮১। বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে কি দামে জনগণকে আইপিও'র বরাদ্দের আবেদন করতে হবে?

প্রশ্ন ৮২। বিড কমিটি কাদের করতে হবে? বিড কমিটির কাজ কি?

প্রশ্ন ৮৩। বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আইপিও পুনরায় চালু হয়েছে। ইস্যুয়ার, বিনিয়োগকারীগণ এবং পুঁজিবাজারের মধ্যে কারা কিভাবে লাভবান হচ্ছেন?

প্রশ্ন ৮৪। ডাইরেক্ট লিস্টিং কি? এর সুবিধা অসুবিধা কি? ডাইরেক্ট লিস্টিং পুনরায় চালু করা যায় কিনা?

প্রশ্ন ৮৫। Open End এর IPO প্রোস্পেক্টাসে ফান্ড হাইলাইট্স-এ কি কি থাকে?

প্রশ্ন ৮৬। প্লেসমেন্ট কাকে বলে? প্লেসমেন্ট পাওয়ার কি কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে? প্লেসমেন্ট এ আসা শেয়ারের মূল্যের যথার্থতা কিভাবে নির্ণয় করা যায়?

প্রশ্ন ৮৭। এজিএম (AGM) কী এবং কেন?

প্রশ্ন ৮৮। আমাদের দেশের এজিএম কি মানসম্মত ভাবে পরিচালিত হয়?

প্রশ্ন ৮৯। বিনিয়োগকারীদের জন্য এজিএম-এর খবরাখবর কেন প্রয়োজন?

প্রশ্ন ৯০। ইজিএম (EGM) কি এবং কেন?

প্রশ্ন ৯১। বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আসা কোম্পানীগুলোর ডিভিডেন্ড হার কেমন হওয়া উচিৎ?

প্রশ্ন ৯২। স্মল ক্যাপ এ আসা কোম্পানীগুলোর প্রাইস আর্নিং রেশিও কেমন?

প্রশ্ন ৯৩। একাউন্টিং ইয়ার কাকে বলে? বিনিয়োগকারীদের এটা জানার প্রয়োজন আছে কি?

প্রশ্ন ৯৪। ডিভিডেন্ড কী?

প্রশ্ন ৯৫। ফ্র্যাকশনাল ডিভিডেন্ড কাকে বলে?

প্রশ্ন ৯৬। অন্তবর্তীকালীন ডিভিডেন্ড বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ৯৭। ডিভিডেন্ড-এর টাকা কত দিনে এবং কিভাবে বিনিয়োগকারীর হাতে পৌঁছায়?

প্রশ্ন ৯৮। ক্যাশ ডিভিডেন্ড পেমেন্টের ক্ষেত্রে বর্তমানে কি কি সমস্যা হচ্ছে? ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে ক্যাশ ডিভিডেন্ড পেমেন্টের সমস্যা কি?

প্রশ্ন ৯৯। কাম ডিভিডেন্ড, এক্স ডিভিডেন্ড প্রাইস (Cum-Dividend, Ex- Dividend Price) বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ১০০। ডিভিডেন্ড পে-আউট রেশিও কি এবং এ দিয়ে কি বোঝানো হয়? বাংলাদেশের তালিকাভুক্ত কোম্পানীর ডিভিডেন্ড পে-আউট রেশিও কেমন?

প্রশ্ন ১০১। লেটার অব রিনানসিয়েশন (Letter of Renunciation) কাকে বলে?

প্রশ্ন ১০২। রেকর্ড ডেট এবং স্পট ট্রেডিং বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ১০৩। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের কি কোন সংক্ষিপ্ত নিয়ম আছে?

প্রশ্ন ১০৪। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ কি স্বল্পমেয়াদি হওয়া ভালো, না দীর্ঘমেয়াদি হওয়া ভালো?

প্রশ্ন ১০৫। শেয়ারবাজার কত ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়?

প্রশ্ন ১০৬। শেয়ারের ফেস ভ্যালু (অভিহিত মূল্য) কাকে বলে? ফেস ভ্যালু বেশি বা কম হলে বিনিয়োগকারীদের সুবিধা বা অসুবিধা কি ?

প্রশ্ন ১০৭। বোনাস শেয়ার কী? কি কি অবস্থায় বোনাস শেয়ার দেওয়া হয়?

প্রশ্ন ১০৮। রাইট শেয়ার কী এবং কি অবস্থায় দেওয়া হয়?

প্রশ্ন ১০৯। শেয়ারবাজারে কারা বাজার করতে পারেন? এখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা কারা? শেয়ারবাজার সম্পদ বন্টণে কি ভুমিকা রাখতে পারে?

প্রশ্ন ১১০। জনগণকে বর্ধিত সম্পদের মালিক করার জন্য বাজার অর্থনীতিতে শেয়ারবাজার থেকে উত্তম পথ আছে কি?

প্রশ্ন ১১১। সম্পদ পুনঃবণ্টনে পুঁজিবাজারের ভূমিকা?

প্রশ্ন ১১২। পুঁজিবাজারের অর্থ কাদের জন্য উন্মুক্ত?

প্রশ্ন ১১৩। কোম্পানী কোড কি? স্ক্রিপ্ট আইডি কী? কাদের এটা জানা জরুরী?

প্রশ্ন ১১৪। সিডিবিএল কি আলাদাভাবে স্ক্রিপ্ট আইডি ব্যবহার করেন? এটা কাদের জানা জরুরী?

প্রশ্ন ১১৫। সেটেলমেন্ট কী?

প্রশ্ন ১১৬। বিনিয়োগকারীর অধিকারগুলো কি কি?

প্রশ্ন ১১৭। আন্ডার প্রাইস অথবা ওভার প্রাইস বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ১১৮। ম্যানিপুলেশন কি?

প্রশ্ন ১১৯। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের আকার ও আয়তন কত?

প্রশ্ন ১২০। বাংলাদেশের শেয়ারবাজারের ভবিষ্যৎ কি?

প্রশ্ন ১২১। Unrealized Loss কি?

প্রশ্ন ১২২। সাবসিডিয়ারি কোম্পানী বলতে কী বোঝায়? হোল্ডিং কোম্পানীর আর্থিক রিপোর্ট পড়তে কি ধরনের সতর্কতা প্রয়োজন?

প্রশ্ন ১২৩। মাইনরিটি ইন্টারেস্ট (Minority interest) বলতে **কি** বোঝায়?

প্রশ্ন ১২৪। হোল্ডিং কোম্পানী বোঝার উপায় **কি?**

প্রশ্ন ১২৫। শেয়ারহোল্ডারগণ কীভাবে কোম্পানী পরিচালনায় অংশ নিতে পারেন?

প্রশ্ন ১২৬। মাইনরিটি (Minority) শেয়ার হোল্ডিং বা মাইনরিটি শেয়ারহোল্ডার বলতে কি বোঝানো হয়?

প্রশ্ন ১২৭। লিস্টেড কোম্পানীর অডিটরগণকে শেয়ারহোল্ডার প্রতিনিধি বলা হয় কেন? আসলে কি তারা এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন?

প্রশ্ন ১২৮। বাই ব্যাক (Buy Back) কী? কি কি কারণে এটা করা হয়?

প্রশ্ন ১২৯। Buy Back Law বলতে কি বোঝায়? আমাদের দেশে এটা হবে কিনা?

প্রশ্ন ১৩০। ইমার্জিং মার্কেট (Emerging Market) কাকে বলে? বাংলাদেশ কি ইমার্জিং মার্কেটের পর্যায়ে যাবে?

প্রশ্ন ১৩১। SAFE এর বর্তমান অবস্থা কি?

প্রশ্ন ১৩২। Dow Jones SAFE Index 100 কি? বিশ্বের বড় বড় দেশের কি কি ইনডেক্স আছে?

প্রশ্ন ১৩৩। বাংলাদেশের মতো ছোট পুঁজিবাজারে দুইটি স্টক এক্সচেঞ্জ আদৌ প্রয়োজন ছিল কি?

প্রশ্ন ১৩৪। পুঁজিবাজার কি ধরনের তথ্য সংবেদনশীল?

প্রশ্ন ১৩৫। দ্যা ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল (The Wall Street Journal) এবং দালাল স্ট্রিট জার্নাল (Dalal Street Journal) এ কি ধরনের পুঁজিবাজার তথ্য থাকে এবং কোন দেশ থেকে প্রকাশিত হয়?

প্রশ্ন ১৩৬। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ এক্সচেঞ্জ (World Federation of Exchange) বা ডব্লিউএফই (WFE) এর সদস্য কোন কোন স্টক এক্সচেঞ্জ? ডব্লিউএফই এর কাজ কি কি?

প্রশ্ন ১৩৭। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশান অফ এক্সচেঞ্জ (WFE) বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জদেরকে কি ধরনের সুবিধা দিতে পারে?

প্রশ্ন ১৩৮। স্টক এক্সচেঞ্জগুলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান থেকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী যে রূপান্তর প্রক্রিয়া চলছে তার বর্তমান অবস্থা কি? আমাদের দেশের স্টক এক্সচেঞ্জগুলো কি ভাবছে?

প্রশ্ন ১৩৯। বিশ্বের সব শেয়ারবাজারে কি একই ধরনের মূল্য উঠানামা করে?

প্রশ্ন ১৪০। এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের পিই রেশিও (P/E Ratio) কেমন?

প্রশ্ন ১৪১। উন্নত দেশে শেয়ারবাজারের মার্কেট ক্যাপিটালের পরিমাণ কেমন? এটা কি ক্রমাগত বাড়ছে?

প্রশ্ন ১৪২। শেয়ারে বিনিয়োগ আয়ের উপরে ট্যাক্স কার কেমন?

প্রশ্ন ১৪৩। রেকর্ড তারিখের পর যেদিন লেনদেন পুনরায় চালু হয় সেদিনের ওপেনিং

প্রাইস কিভাবে নির্ধারণ করেন? বিনিয়োগকারীদের কি এটা জানা প্রয়োজন?

প্রশ্ন ১৪৪। অনেক নতুন বিনিয়োগকারী প্রায়ই জানতে চান কোন শেয়ার ক্রয় করলে ভালো লাভ হবে? এর উত্তর কি হতে পারে?

প্রশ্ন ১৪৫। পুঁজিবাজারে উর্ধ্বগতি (Bullish) প্রভাব দীর্ঘদিন চলতে থাকলে রেগুলেটরি বডি (বিএসইসি) ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে কি কি পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়?

প্রশ্ন ১৪৬। বাজার Bearish হলে বিএসইসি কি পদক্ষেপ নিতে পারেন?

প্রশ্ন ১৪৭। ইন্টারনেট (Internet) ট্রেডিং কী এবং কীভাবে ইন্টারনেট (Internet) ট্রেডিং করা যায়?

প্রশ্ন ১৪৮। টিক প্রাইস কি এবং কেন?

প্রশ্ন ১৪৯। ইনসাইডার কাকে বলা হয়? ইনসাইডার ইনফরমেশন কি ?

প্রশ্ন ১৫০। বিনিয়োগকারীর ক্রয়-বিক্রয়ের লিমিট অর্ডার (Limit Order) বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ১৫১। শেয়ারে বিনিয়োগে সাধারণত কি কি ধরনের ঝুঁকি থাকতে পারে?

প্রশ্ন ১৫২। ক্যাশ ডিভিডেন্ড-এর ক্ষেত্রে রেকর্ড তারিখের পর পুনরায় ট্রেড শুরু হলে কিভাবে ওপেনিং প্রাইস দেখানো হয়?

প্রশ্ন ১৫৩। সার্কিট ব্রেকার (Circuit Breaker) কি এবং কেন?

প্রশ্ন ১৫৪। মার্জিন হিসাব (Margin Account) কি?

প্রশ্ন ১৫৫। স্পেকুলেটরস (Speculators) কারা?

প্রশ্ন ১৫৬। রিডিম্পশন (Redemption) কি?

প্রশ্ন ১৫৭। সাধারণত দাম কমলে বিনিয়োগকারিরা বিক্রয় করে না। এই কথা কি পুঁজিবাজারের জন্য সত্য?

প্রশ্ন ১৫৮। ক্রয়-বিক্রয় এর জন্য কি কোনো সূত্র আছে?

প্রশ্ন ১৫৯। লক ইন (lock in) কি এবং কেন?

প্রশ্ন ১৬০। ডিসক্লোজার কাকে বলে? এটির প্রয়োজনীয়তা কি?

প্রশ্ন ১৬১। নিজের জন্য এক টুকরো জমি বা ফ্ল্যাট, ছেলে মেয়েদের জন্য উচ্চ শিক্ষার খরচ ইত্যাদি সব মানুষের স্বপ্ন। এসব পূরণে শেয়ার ব্যবসা কি কোনো ভূমিকা রাখতে পারে?

প্রশ্ন ১৬২। অনেক সময় পত্রিকায় খবর দেখা যায় বিনিয়োগকারীগণ প্রফিট বুকিং করছে? এতে কি বোঝানো হয়? পত্রিকার খবর পুঁজিবাজার থেকে টাকা উধাও-এর অর্থ কি?

প্রশ্ন ১৬৩। বিনিয়োগের ব্যাপারে সাধারণ ধারণা বা সাধারণ জ্ঞান কিভাবে এবং কোথায় পাওয়া যাবে?

প্রশ্ন ১৬৪। বহুমুখী পোর্টফোলিও (Diversified Portfolio) বলতে কি বোঝানো হয়?

প্রশ্ন ১৬৫। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের অধিকার রক্ষার কি কি ব্যবস্থা আছে

এবং তা কি যথেষ্ট?

প্রশ্ন ১৬৬। অনেক সময় পত্রিকায় খবর ছাপা হয় শেয়ারবাজারে শর্ট টার্ম কারেকশন হচ্ছে- এর অর্থ কি?

প্রশ্ন ১৬৭। ক্যাপিটাল গেইন (Capital Gain) বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ১৬৮। একটি ভালো কোম্পানীতে শেয়ার বিনিয়োগ করলে প্রচুর পরিমাণে আয় করা কি সম্ভব?

প্রশ্ন ১৬৯। অন লাইন সিস্টেমে কিভাবে ক্রয়-বিক্রয় আদেশ সম্পাদিত হয়? বিনিয়োগকারী যে দরে ক্রয়-বিক্রয় করতে আদেশ দিয়েছেন, সে দরে না অন্য দরে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে কিভাবে বোঝা যাবে? এক দরে কিনে অন্য দরে কি বিনিয়োগকারীর হিসাবে দেখানো সম্ভব?

প্রশ্ন ১৭০। শেয়ার কখন ক্রয় করবেন এবং কখন বিক্রয় করবেন?

প্রশ্ন ১৭১। শেয়ারবাজারে ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে কিছু দিকনির্দেশনা দেওয়া কি সম্ভব?

প্রশ্ন ১৭২। অবকাঠামো উন্নয়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ২/৩ হাজার কোটি টাকার আইপিও (IPO) নিয়ে বাজারে আসলে কি বিনিয়োগকারী পাওয়া যাবে?

প্রশ্ন ১৭৩। ইনভেস্টর সাইকোলজি বলতে কী বোঝায়?

প্রশ্ন ১৭৪। আমাদের দেশের উত্তরোত্তর জিডিপি বৃদ্ধির সঙ্গে বৈদেশিক বিনিয়োগ পুঁজিবাজারে আসা কিভাবে সম্পর্কযুক্ত?

প্রশ্ন ১৭৫। জাতির সঞ্চয়ের হার ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সঙ্গে পুঁজিবাজারের কোন ধরনের সম্পর্ক আছে কি?

প্রশ্ন ১৭৬। বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার কেমন ছিল?

প্রশ্ন ১৭৭। বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সেক্টরওয়াইজ পি-ই কেমন ছিল?

প্রশ্ন ১৭৮। কালো শুক্রবার (Black Friday) কি?

প্রশ্ন ১৭৯। মহা ধ্বস (Great Crash) কি?

প্রশ্ন ১৮০। KISS (Keep It Simple Stupid) দিয়ে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ১৮১। GDP & GNP বলতে কী বোঝায়? এটা কি পুঁজিবাজার প্রাসঙ্গিক সূচক?

প্রশ্ন ১৮২। কার্ব ট্রেডিং (KERB Trading) কি?

প্রশ্ন ১৮৩। এক্স বোনাস (XB), এক্স ডিভিডেন্ড (XD), এক্স আর (XR) কি?

প্রশ্ন ১৮৪। সুশাসনের অংশ হিসেবে প্রতিটি কোম্পানীতে স্বাধীন পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কি ধরনের ব্যক্তি স্বাধীন পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেলে উদ্দেশ্য সাধিত হবে?

প্রশ্ন ১৮৫। আন্তঃব্যাংক ঋণ বলতে কী বোঝায়? এ ঋণ কোন প্রক্রিয়ায় প্রদান করা হয়?

প্রশ্ন ১৮৬। ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ (Hedge Fund) তহবিল বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ১৮৭। পুঁজিবাজার বান্ধব বাজেট বলতে কি বোঝানো হয়?

প্রশ্ন ১৮৮। কোনো শেয়ার আইপিও'র মাধ্যমে বাজারে আসার পর শেয়ারের দর ইস্যু প্রাইসের নিচে চলে আসলে বিনিয়োগকারীগণ মনে করেন বিএসইসি প্রসপেক্টাস অনুমোদন দেওয়ার সময় সঠিক দায়িত্ব পালন করেন নাই?

প্রশ্ন ১৮৯। শেয়ারবাজারের অবস্থা বোঝানোর জন্য কোন পশুর ছবি ব্যবহার করা হয়? বিড়াল ও কুকুর শেয়ার কি?

প্রশ্ন ১৯০। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা আছে কি?

প্রশ্ন ১৯১। একটি দেশের জন্য শেয়ারবাজার কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং কীভাবে উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে?

প্রশ্ন ১৯২। ব্যক্তির জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কতটুকু?

প্রশ্ন ১৯৩। সঞ্চয় কী? সঞ্চয় আয় ও ব্যয়ের উদ্বৃত্ত নাকি ব্যয়ের অংশবিশেষ?

প্রশ্ন ১৯৪। মূল্য সংবেদনশীল তথ্য (প্রাইস সেনসিটিভ ইনফরমেশন) কাকে বলে? কি কারণে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

প্রশ্ন ১৯৫। শেয়ারে বিনিয়োগকৃত অর্থে বা মজুদ শেয়ারের উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে কি?

প্রশ্ন ১৯৬। তালিকাভুক্ত (লিস্টেড) কোম্পানী একদিনে রুগ্ন হয়নি। রুগ্নতার রিপোর্ট করলেই কি নিয়ন্ত্রনকারি সংস্থার দায়িত্ব শেষ?

প্রশ্ন ১৯৭। বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেটের আকার এত ছোট কেন? একে বড় করার জন্য কি করা যেতে পারে?

প্রশ্ন ১৯৮। কি কি শর্ত পালন করলে নীতিমালার ভিত্তিতে কোম্পানী সিএসই ইনডেক্স ৩০-এ স্থান পায়?

প্রশ্ন ১৯৯। ডিএসই (DSE) এর ইনডেক্সগুলো কি কি? কি কি নীতিমালার ভিত্তিতে ডিএসই-৩০ ইনডেক্সে অন্তর্ভুক্তি হওয়া যায়।

প্রশ্ন ২০০। একটি দেশের শেয়ারবাজারের আকার (Market Cap) কত বড় হতে পারে?

প্রশ্ন ২০১। শেয়ারবাজারে নির্দিষ্ট হারে ইন্টারেস্ট / ডিভিডেন্ড আয় করার কি কি ধরনের শেয়ার এবং সিকিউরিটিজ আছে?

প্রশ্ন ২০২। অনেকে শেয়ার মার্কেটকে জুয়া খেলা বলে থাকেন, এটা কি সত্যি?

প্রশ্ন ২০৩। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে গেলে কি রকম সময় দিতে হয়? ফুল টাইম চাকুরী ও ছোটখাটো ব্যবসার পাশাপাশি কি শেয়ার ব্যবসা করা যায়?

প্রশ্ন ২০৪। ইসলামি শরিয়াহ'র দৃষ্টিতে শেয়ার ব্যবসা কি বৈধ বলা যায় ?

প্রশ্ন ২০৫। Shari'ah Screening কি? Purification বলতে কি বুঝায় ?

প্রশ্ন ২০৬। সাধারণ বিনিয়োগকারীরা সহজ ভাষায় জানতে চায় একটা কোম্পানী কিভাবে শরিয়াহ বৈধ্যতা পেল?

প্রশ্ন ২০৭। কালোবাজারী এবং ঋণ খেলাপিদের জন্য শেয়ারবাজার কি উন্মুক্ত?

প্রশ্ন ২০৮। বেশ কয়েকটি ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ক্রেডিট রেটিং স্কোর দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে দেখা যায়। এর কারণ কি? বিনিয়োগকারীর জন্য রেটিং-এর ব্যবহার কি?

প্রশ্ন ২০৯। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মত দেশেরও কি রেটিং করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য কি?

প্রশ্ন ২১০। নিজের অফিস বা বাড়িতে বসে বিনিয়োগ অর্থাৎ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি?

প্রশ্ন ২১১। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের প্রবৃদ্ধি কেমন?

প্রশ্ন ২১২। শেয়ার দিয়ে কি কাবিননামার মোহরানা শোধ করা যাবে?

প্রশ্ন ২১৩। কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার নামে থাকা শেয়ারের মালিক কে হবেন?

প্রশ্ন ২১৪। শেয়ার কি স্বর্ণ, জায়গা, জমি, বিল্ডিং ইত্যাদির মতো বন্ধক দিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া যায়?

প্রশ্ন ২১৫। শেয়ারে বিনিয়োগ করতে হলে কি কি ধরনের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন?

প্রশ্ন ২১৬। কেউ চাইলেই কি একটি কোম্পানীর সব শেয়ার ক্রয় করতে পারেন?

প্রশ্ন ২১৭। যে সব কোম্পানীর শেয়ারের বুক ভ্যালুবা এনএভি ক্রমাগত কমে যাচ্ছে, সে সব কোম্পানীর ব্যাপারে বিনিয়োগকারী ও বিএসইসি কি ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে?

প্রশ্ন ২১৮। কি কি কারণে শেয়ারের বাজার মূল্য ফেস ভ্যালু থেকে কমে যায়? রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ ও বিনিয়োগকারীর কি কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

প্রশ্ন ২১৯। A, B, G, N & Z ক্যাটাগরি শেয়ার বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ২২০। বুলিশ এবং বিয়ার মার্কেট কি?

প্রশ্ন ২২১। কি কি কারণে নতুন বিনিয়োগকারীরা হোঁচট খায়?

প্রশ্ন ২২২। আমাদের শেয়ারবাজারের দক্ষতা (পারফরমেন্স) কেমন?

প্রশ্ন ২২৩। পুঁজিবাজারের অবকাঠামো বলতে কি বোঝানো হয়? সংশ্লিষ্টদের এটা জানার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? অবকাঠামোর দক্ষতা উন্নয়নের প্রতিষ্ঠানিক কোনো ব্যবস্থা আছে কি?

প্রশ্ন ২২৪। শেয়ারবাজারের পণ্যগুলো কি কি?

প্রশ্ন ২২৫। কমপক্ষে কত টাকা হলে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করা যায়?

প্রশ্ন ২২৬। ছোটখাট ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ, জমিতে বা ফ্ল্যাটে, মৌসুমি পণ্যে এবং শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য কি?

প্রশ্ন ২২৭। আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ এর মতো ব্রোকার হাউজের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় এ কমিশনের হার কত?

প্রশ্ন২২৮। ব্যাংক আমানতের উপরে সুদের হার এবং মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের যোগসূত্র আছে কি?

প্রশ্ন ২২৯। গ্রামে-গঞ্জে বসবাসকারীরা কি শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারবে?

প্রশ্ন ২৩০। কোনো ব্যক্তি যদি শেয়ারে ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেন, তবে তিনি বছরে কত লাভ করতে পারবেন?

প্রশ্ন ২৩১। কিভাবে ভালো শেয়ার চেনা যায়?

প্রশ্ন ২৩২। একটা শেয়ারের মূল্য একদিনে কত উঠানামা করতে পারে, তার কোনো গাণিতিক সূত্র আছে কি?

প্রশ্ন ২৩৩। BETA Co-*efficient* কাকে বলে? এটা কিভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে লাগানো যায়?

প্রশ্ন ২৩৪। ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণ কি? কিভাবে তা করতে হয়? বিনিয়োগের পূর্বে শেয়ার ব্যবসায় বিশ্লেষকদের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি? বিনিয়োগের বিশ্লেষণগুলো কি কি?

প্রশ্ন ২৩৫। ক্যাপিটাল মার্কেটের প্লেয়ার কারা?

প্রশ্ন ২৩৬। পুঁজি বাজারের অবকাঠামো সৃষ্টির ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কি?

প্রশ্ন ২৩৭। লিস্টেড কোম্পানীর সুশাসন (Good Governance) কি? পুঁজিবাজারের জন্য এর প্রয়োজন কতটুকু?

প্রশ্ন ২৩৮। Economic Value Added (EVA) অর্থ কি? এ দিয়ে কি বুঝানো হয়?

প্রশ্ন ২৩৯। মার্কেট ইফিসিয়েন্সি (Market efficiency) **কি** এবং কেন প্রয়োজন?

প্রশ্ন ২৪০। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে ১৯৯৬ এবং ২০১০ সালে দুইটি বড় ধ্বস নেমেছিল। এই ধরনের ঘটনা কি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘটে?

প্রশ্ন ২৪১। ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট থেকে একজন বিনিয়োগকারী পুঁজিবাজারের কি কি তথ্য পেতে পারে?

প্রশ্ন ২৪২। দক্ষ পুঁজিবাজার বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ২৪৩। Surveillance বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ২৪৪। স্টক এক্সচেঞ্জ-এর মালিক কে? কারা এটা পরিচালনা করেন? স্টক এক্সচেঞ্জের কাজ কি?

প্রশ্ন ২৪৫। আন্ডার প্রাইস অথবা ওভার প্রাইস বলতে কী বোঝায়?

প্রশ্ন ২৪৬। স্পট ট্রেড (Spot Trade) কি এবং কি কারণে এটা করা হয়?

প্রশ্ন ২৪৭। পুঁজিবাজারের লাভের উপর ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় কি?

প্রশ্ন ২৪৮। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের শুরুটা কবে হয়েছিল ? এর সংক্ষিপ্ত মাইলফলকগুলো কি?

প্রশ্ন ২৪৯। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের শুরুটা কবে হয়েছিল? এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের স্বরূপ কি? এর উল্লেখযোগ্য মাইলফলগুলো কি কি?

প্রশ্ন ২৫০। পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল কখন কিভাবে গঠিত হয় এবং ইহার কার্যাবলী কি কি?

প্রশ্ন ২৫১। অডিট প্যানেল কি এবং কেন?

প্রশ্ন ২৫২। একজন বিনিয়োগকারি শেয়ার বিক্রয় করেন আর একজন ক্রয় করেন। যিনি বিক্রয় করেন তিনি কি মনে করে বিক্রয় করছেন এবং যিনি ক্রয় করছেন তিনি কি মনে করে ক্রয় করছেন?

প্রশ্ন ২৫৩। বিদেশি কোম্পানীগুলো ক্যাপিট্যাল মার্কেটে আসছেনা কেন? এই ব্যাপারে সরকারের কোন পদক্ষেপ আছে কি?

প্রশ্ন ২৫৪। Low PE মানে ভালো শেয়ার, আসলে কি তাই ?

প্রশ্ন ২৫৫। মেয়াদী (Close End) এবং বে-মেয়াদী (Open End) মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে?

প্রশ্ন ২৫৬। কি কি উপায়ে Paid up Capital বাড়ানো যায়?

প্রশ্ন ২৫৭। ডিলিষ্ট কি? এতে বিনিয়োগকারিদের কি ধরনের ক্ষতি হয়?

প্রশ্ন২৫৮। বাংলাদেশের লিস্টেড কোম্পানীতে স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের বিধিবিধান কি? এটি কি পর্যাপ্ত?

প্রশ্ন ২৫৯। FRC-Financial Reporting Council Act- 2015 এর আলোকে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল কাজ শুরু করেছে। পুঁজিবাজারে এর প্রতিফলন কি হতে পারে?

প্রশ্ন ২৬০। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে তাত্ত্বিক জ্ঞান বিশেষ করে গবেষনা কেমন?

প্রশ্ন ২৬১। একটা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভাল কিনা তা চেনার উপায় কি?

প্রশ্ন ২৬২। বিআইসিএম কর্তৃক কখন ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়েছে এবং বর্তমানে কততম ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলছে?

প্রশ্ন ২৬৩। ম্যাক্রো ইকোনোমিক ইন্ডিকেটরগুলো কি কি? পুঁজিবাজারের সার্বিক পরিস্থিতি বোঝার জন্য এর গুরুত্ব কি?

প্রশ ২৬৪। বাংলাদেশে খেলাপি ঋণ সংস্কৃতি পুঁজিবাজারে কি প্রভাব ফেলতে পারে?

প্রশ্ন ২৬৫। সরকারের হাতে থাকা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার পুঁজিবাজারে আসা উচিৎ কিনা?

প্রশ্ন ২৬৬। শর্টসেল কি?

প্রশ্ন ২৬৭। সরকারের দেশি ও বৈদেশিক ঋণ পুঁজিবাজারে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে?

প্রশ্ন ২৬৮। আমাদের দেশের জনগণের সঞ্চয়ের প্রবনতা কেমন? জিডিপি'র তুলনায় সঞ্চয়ের হার কি উন্নয়ন সহায়ক?

প্রশ্ন ২৬৯। ডাইরেক্ট লিস্টিং কি এবং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কি কি ?

প্রশ্ন ২৭০। বাংলাদেশে বীমা খাতের বর্তমান অবস্থা কেমন? বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে বীমা খাত কতটা লাভজনক হবে?

প্রশ্ন ২৭১। বিনিয়োগকারীরা কেন দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করতে চায়না ?

প্রশ্ন ২৭২। এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড Exchange Traded Fund (ETF) বলতে কি বুঝায়? আমাদের দেশে এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ETF) চালু হলে এর গুরুত্ব কতখানি? (ETF) এর পক্ষগুলো কারা কারা ?

প্রশ্ন ২৭৩। অসাধু ব্যবসায়ীরা কখন কিভাবে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রন করার সুযোগ পায়? এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করণীয় কি?

প্রশ্ন ২৭৪। ডিভিডেন্ড প্রদানের নিয়ম কি ? মুনাফা থাকা সত্ত্বেও নাম মাত্র ডিভিডেন্ড বা ডিভিডেন্ড না দিলে বিনিয়োগকারীরা কি আইনি সুবিধা পেতে পারেন?

প্রশ্ন ২৭৫। Management Succession Plan বলতে কি বুঝায়?

প্রশ্ন ২৭৬। বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠিত হওয়ার ফলে বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারের প্রতি আস্থার প্রতিফলন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?

প্রশ্ন ২৭৭। আমাদের কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এ প্রণিত ব্যবসা বাণিজ্যে আমুল পরিবর্তন হয়েছে। এমতাবস্থায় এটিকে যুগোপযোগী করা জরুরী নয় কি?

প্রশ্ন ২৭৮। একজন বিনিয়োগকারী কি কি কারণে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে?

প্রশ্ন ২৭৯। ডাইলিউটেড ইপিএস (Diluted EPS) কাকে বলে এবং এটা কেন করা হয়?

প্রশ্ন ২৮০। CVA (Current Value Accounting) কাকে বলে?

প্রশ্ন ২৮১। মিউচ্যুয়াল ফান্ডের NAV at cost price and NAV at market price বলতে কী বোঝায় এবং এটা কেন প্রকাশ করা হয়?

প্রশ্ন ২৮২। Net Asset Value (NAV) কিভাবে হিসাব করা হয় ?

প্রশ্ন ২৮৩। ত্রৈমাসিক হিসাব কিভাবে মূল্যায়ন করতে হয়?

প্রশ্ন ২৮৪। কোম্পানী ডেবট্ ইক্যুইটি রেশিও (Debt Equity Ratio) কিভাবে নির্ণয় করা যায়? এই রেশিও দেখে বিনিয়োগকারীগণ কি ধরনের দিক নির্দেশনা পাবেন?

প্রশ্ন ২৮৫। পুঁজিবাজারে যখন শেয়ারের মূল্য বেড়ে যায় তখন বিএসইসি ও বাজার বিশেষজ্ঞগণ মৌলিক ভিত্তি (Fundamental) দেখে শেয়ার ক্রয় করতে বলেন। কোন কোন বিষয়াদিকে মৌলিক ভিত্তি বলা হয়?

প্রশ্ন ২৮৬। অতিমূল্যায়িত শেয়ার (Overvalued Shares) বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ২৮৭। উইন্ডো ড্রেসিং (Window Dressing) বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন ২৮৮। আমাদের পুঁজিবাজারে মার্কেট ক্যাপ হিসেবে কোন সেক্টরে বিনিয়োগ কম ঝুকিপূর্ণ?

প্রশ্ন ২৮৯। সাপোর্ট অ্যান্ড রেসিসটেন্স (Support and Resistance) লেভেল কি? ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধান্তে এটা কি কাজে লাগে?

প্রশ্ন ২৯০। ব্রেক আউট ট্রেডিং (Break out Trading) কাকে বলে?

প্রশ্ন ২৯১। স্যুইং ট্রেডিং (Swing Trading) কাকে বলে?

প্রশ্ন ২৯২। ডিএসই তে কি কি ইনডেক্স আছে? কিসের ভিত্তিতে একটা কোম্পানী ইনডেক্সভুক্ত হয় ? ইনডেক্স থেকে বিনিয়োগকারীগণ কি কি ধারণা পেতে পারে?

প্রশ্ন ২৯৩। মার্কেট ক্যাপ কিভাবে হিসাব করা হয়? মার্কেট ক্যাপ বাড়ার অর্থ কি? এটা বাড়া বা কমা বিনিয়োগকারীকে কি কি ধরনের সংকেত দেয় ?

প্রশ্ন ২৯৪। মার্কেট PE কিভাবে হিসাব করা হয় ?

প্রশ্ন ২৯৫। ফ্রি ফ্লোট (Free Float) কাকে বলে? বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের জন্য ফ্রি ফ্লোট তথ্য কতটুকু সহায়ক ?

প্রশ্ন ২৯৬। কোয়ালিটেটিভ এনালাইসিস (Qualitative Analysis) কি ?

প্রশ্ন ২৯৭। কৌশলগত বিশ্লেষণ (Technical Analysis) কি? কৌশলগত বিশ্লেষণ করার উপায়গুলো কি কি এবং কিভাবে করা যায় ?

প্রশ্ন ২৯৮। অর্থের সরবরাহের সঙ্গে পুঁজিবাজারের সম্পর্ক আছে কি? বাজারে অর্থ সরবরাহ কম বা বেশি সেটা কিভাবে বোঝা যাবে ?

প্রশ্ন ২৯৯। জীবন বীমা কোম্পানীর ব্যালান্স শীট-এ লাইফ ফান্ড বলে দেনা দেখানো হয়, বিনিয়োগকারিদের জন্য এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

প্রশ্ন ৩০০। আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জগুলো কি দক্ষ (*Efficient*)?

প্রশ্ন ৩০১। যখন সব শেয়ারের দাম ক্রমাগত বেড়ে যায়, তখন কি ক্রয় করা উচিত?

প্রশ্ন ৩০২। বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন পড়ে কিভাবে বোঝা যাবে?

প্রশ্ন ৩০৩। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ এর (NAV) ব্যবহার কি?

প্রশ্ন ৩০৪। বইতে পুঁজিবাজারের যেসব নিয়ম নীতির কথা তুলে ধরা হয়েছে আমাদের তালিকাভুক্ত কোম্পানীর উদাহরণ দিয়ে এদের যথার্থতা দেখানো কি সম্ভব?

প্রশ্ন ৩০৫। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে কি ধরনের প্রচার প্রচারনা করে থাকেন?

প্রশ্ন ৩০৬। পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করলে উদ্যোক্তাদের সুবিধাগুলো কি কি?

প্রশ্ন ৩০৭। পুঁজিবাজারের ব্যাপারে সরকার আগ্রহী কেন?

প্রশ্ন ৩০৮। মার্কেট মেকার কি এবং কেন?

প্রশ্ন ৩০৯। এক্সিট নিয়ম কি ?

প্রশ্ন ৩১০। ক্যাপিট্যাল মার্কেট স্টাবিলাইজেশন ফান্ড (CMSF) কি ও কেনো ?

প্রশ্ন ৩১১। কমোডিটি এক্সচেঞ্জ কি?

প্রশ্ন ৩১২। কার্ট-অফ ডেট কি?

প্রশ্ন ৩১৩। অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ড (ATB) কি?

প্রশ্ন ৩১৪। কি কি দেখে একটি ব্যাংকের ভালো-মন্দ বুঝতে পারা যাবে ?

প্রশ্ন ৩১৫। পরিচালকদের প্রতিবেদনে কি কি বিষয়ের উল্লেখ থাকে?

প্রশ্ন ৩১৬। পরিভাষা কী? পরিভাষা কখন পড়বেন?

কীভাবে আপনার কাঙ্খিত প্রশ্নের উত্তর খুজবেন ?
৩৮৯ ও ৩৯০ পৃষ্ঠায় দেখুন

লেখকের প্রতিবেদন

পুঁজিবাজারকে আমাদের দেশে শেয়ারবাজার বলা হয়। কে বা কাহারা পুঁজিবাজারকে শেয়ারবাজার ডাকা শুরু করেছে সে হদিস পাওয়া মুসকিল। শেয়ারবাজার জিজ্ঞাসা বইটিতে পুঁজিবাজার ও শেয়ারবাজার একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আমার প্রত্যাশা অদূর ভবিষ্যতে পুঁজিবাজার শব্দটি পত্রপত্রিকায় ও বই পুস্তকে স্থান পাবে। এই বাজারের ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য পরিভাষা হিসাবে পুঁজিবাজার শব্দটিই যথার্থ। সংশ্লিষ্ট সকলকে এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেশের শেয়ারবাজার ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। এটি আরো বাড়বে। প্রতিদিন নতুন নতুন লোক পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করছে। প্রায় ৪০ বৎসর পুঁজিবাজার ছিল ঢাকার মতিঝিলে। ১৯৯৫ সনে এলো চট্টগ্রামে। গুটিকতক লোকজন শেয়ারবাজার নিয়ে কাজ কারবার করতো। প্রতি মাসে নতুন নতুন শহরে ব্রোকার হাউজের শাখা খোলা হচ্ছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহর ছাড়া কক্সবাজার, চকোরিয়া, পটিয়া, হাটহাজারী, সীতাকুন্ড, ফেনী, মাইজদী, চৌমুহনী, কুমিল্লা, নরসিংদী, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, রাজশাহী, বগুড়া, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, খুলনা, বরিশাল সহ প্রায় ৬৪টি জেলা এবং উপজেলা শহরে ব্রোকার হাউজের শাখা খোলা হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ইতিমধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারাদেশের যে কোন প্রান্ত থেকে এমন কি বিদেশ থেকেও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে সেবা প্রদান করে চলেছে। সিডিবিএল হওয়ার সুবাদে কতজন বিনিয়োগকারী পুঁজিবাজারে আছে তার একটি সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব। ১৬/০৭/২০২৪ ইং তারিখে বিও ধারির সংখ্যা ছিল ১৭,৪৫,৭৫৪ টি। এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি ছিল। আইপিও'র লটারী সিস্টেম বাদ দেওয়ার কারনে বিও ধারির সংখ্যা ব্যাপক কমে গিয়েছে। এই বিরাট বিনিয়োগকারী বা বিনিয়োগে আগ্রহী জনগনের অতি ক্ষুদ্রতম অংশের পুঁজিবাজার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিদ্যাবুদ্ধি আছে। বাদ বাকিরা একেবারে অজ্ঞ। তারপরও তাহারা পুঁজিবাজারে আসতে আগ্রহী। অতীতে আইপিও'র মাধ্যমে পুঁজিবাজারে অনেকের হাতেখড়ি। বর্তমানে আইপিও'র মাধ্যেমে পুঁজিবাজারে আসতে চাইলে আগে সেকেন্ডারি মার্কেটে আসতে হবে। তাই পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে আগ্রহী প্রত্যেককে পুঁজিবাজার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা রাখা জরুরি।

এমতাবস্থায় বাজার বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন অতি দ্রুততার সঙ্গে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিষয়ের উপর বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণ আরো জোরদার করা। বিনিয়োগকারী ছাড়া পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্যদেরও ব্যাপক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। বর্তমানে বিআইসিএম এবং বিএএসএম বিনিয়োগকারী এবং অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমরা মনে করি, তালিকাভুক্ত কোম্পানীর পরিচালকদেরও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা উচিত। বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাধবে কে? নিজ অর্থ খরচ করে কে কাকে প্রশিক্ষণ দিবে? এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে আর উপেক্ষা করা যায় না। সামাজিক দায়িত্ববোধের তাড়নায় যৎসামান্য জ্ঞান নিয়ে নতুন বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে বাংলা ভাষায় **'শেয়ারবাজার জিজ্ঞাসা'** বইটি প্রকাশ করার শারীরিক কষ্ট ও আর্থিক ঝুঁকি নিলাম। বই যাহারা প্রকাশনা করেন তাদের মতামত, পাঠ্যপুস্তক ছাড়া বিষয়ভিত্তিক বই বাজারে চলে না। পয়সা খরচ করে বিষয়ভিত্তিক বইপুস্তক পড়ার অভ্যাস আমাদের দেশে গড়ে উঠেনি। বইটির প্রথম সংস্করন ছিল ১৫০০ কপি। ৬ মাসে তা শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সংস্করনের ৬০০০ কপি ১ বৎসরের

মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। তৃতীয় সংস্করনের ৬০০০ এবং চতুর্থ সংস্করনের ৫০০০ কপিও বিক্রি শেষ হয়ে গেছে। তাই পঞ্চম সংস্করনের কাজে হাত দিতে বাধ্য হলাম। লেখা যাদের পেশা কাজটা তাদের জন্য সহজ। সৌখিন লেখকের পক্ষে, সবার জন্য পুঁজিবাজার এই ধরনের বই লেখা অসম্ভব। এই দুরূহ কাজটি পরিকল্পনা করতে গিয়ে বার বার হোঁচট খেয়েছি। কোন ভাবে মনপুত করে লেখা সম্ভব না হওয়ায়, আনকোড়া বিনিয়োগে আগ্রহীদেরকে পাঠক ধরে বইটি শুরু করেছিলাম। পঞ্চম সংস্করন শেষ করতে গিয়ে প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করন যারা পড়ে আরো জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাদের জন্য বেশ কিছু সংযোজন করতে হলো।

যেহেতু নতুনেরাই বেশি বেশি এই বইয়ের পাঠক হবেন সেহেতু প্রাথমিক পাঠ কিছু লিখতে হলো। পুরো বইটি কেউ পড়ে তার মূল্যবান সময় অপচয় করুক এটা সামাজিক অন্যায় হবে বিধায় প্রশ্ন ও উত্তর আকারে লেখা হলো। যার যেটা জানা প্রয়োজন সে শুধু সেটা পড়বেন। তবে পুরোটা একবার পড়ে নিলে জানার পরিধি মজবুত হবে। গবেষক ও জ্ঞানীদের জন্য পুঁজিবাজার বিশ্ব কেমন তাহা দেখার জন্য বেশ কিছু ওয়েব সাইটের ঠিকানা সংযুক্তিতে দেওয়া হয়েছে। খুললে দেখবেন কি বিশাল পুঁজিবাজার জগত। না জেনে না বুঝে কি নিয়ে আমরা খেলছি? ভয় পাওয়ার কারন নেই। এক সময় এখনকার বিজ্ঞরাও আমাদের মত ছিল। এই ধরনের ধারণা মোটেও ঠিক না। না জেনে ঝুঁকি নেওয়া প্রায়ই বিপদ ডেকে আনতে পারে।

পুঁজিবাজার বা শেয়ারবাজার ধারণা কিভাবে স্বল্প পরিসরে দেওয়া যায়। নিম্নের প্রশ্ন গুলো মনে হয় প্রথম পর্যায়ে সবার মনে আসে। এগুলোর উত্তর দিলে মনে হয় কাজ হবে। পাঠকের হয়ে প্রশ্ন করে উত্তর দিলে কেমন হয়? শুরু করা যাক।

১। সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা কি? বিনিয়োগ কি? শেয়ার কি?
২। কেন আমি শেয়ারে বিনিয়োগ করবো?
৩। বিনিয়োগ মানে ঝুঁকি নেওয়া, শেয়ারে বিনিয়োগের ঝুঁকি কি কি?
৪। ব্যবসা করতে হলে অনেক টাকা লাগে। কত টাকা হলে শেয়ার ব্যবসা শুরু করা যায়?
৫। কিভাবে আমি শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করতে পারবো?
৬। কিভাবে আমি বোঝবো কোন শেয়ার ক্রয় করলে লাভ করতে পারবো?
৭। কার কাছ থেকে শেয়ারবাজার সংক্রান্ত ভালো পরামর্শ বা সাহায্য পাবো?
৮। ব্রোকার কে বা কাহারা সেটা কিভাবে জানতে পারবো?
৯। কখন কি দরে কোন শেয়ার ক্রয় করবো এবং কি দাম হলে বিক্রয় করলে লাভ বেশি হবে?
১০। ক্রয় করলে কখন টাকা দিতে হবে?
১১। বিক্রয় করলে কখন টাকা পাবো।
১২। ক্রয় করা শেয়ার কোথায় রাখবো? রাখাটা কতটুকু নিরাপদ?
১৩। বিনিয়োগ শুরু করার আগে আমাকে কি কি ধরনের ভাবনা চিন্তা করতে হবে?
১৪। শেয়ারে বিনিয়োগ করতে গেলে কি কি ধরনের খরচ বহন করতে হয়?
১৫। শেয়ারে বিনিয়োগ করলে দৈনন্দিন কি ধরনের তদারকি করতে হবে?
১৬। শেয়ারে বিনিয়োগ তদারকি করার সহায়ক তথ্য কেমন করে কোথায় থেকে পাওয়া যাবে?
১৭। শেয়ারে বিনিয়োগকারীকে কি কি ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়?
১৮। যাদের শেয়ারে আমরা বিনিয়োগ করবো তাদের লাভ কি কি?
১৯। শেয়ার বাজার সৃষ্টিতে ও উন্নয়নে সহায়তা করে সরকারের লাভ কি?

২০। স্টক এক্সচেঞ্জ কি?
২১। শেয়ারে বিনিয়োগ করে বিপদে পড়লে কার কাছে সাহায্য চাইতে পারবো?

সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যা আয় হবে তার একটি অংশ ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়াকে সঞ্চয় বলে। সঞ্চয়ের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া, বিয়ে-শাদী, নিজের জন্য বাড়ি-ঘর বানানো বা শেষ বয়সের ব্যয়ভার মিটানো। উদ্দেশ্য যাই হোক শুধু সঞ্চয় করলে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। একে যথাযথভাবে বিনিয়োগ করতে হবে। না হয় সঞ্চয় বৃদ্ধি না হয়ে, ক্রয় ক্ষমতার বিবেচনায় সঞ্চয় হ্রাস পাবে। সকল ধরনের বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে। একটি সম্পদে বিনিয়োগ করলে ঝুঁকি বেশী থাকে। সঞ্চয়ের পরিমাণ ভেদে বিভিন্ন ধরনের সম্পদে বিনিয়োগ করলে ঝুঁকিও কম থাকে এবং লাভও ভালো হয়। আমাদের দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে বহুল প্রচলিত হলো ব্যাংকে মেয়াদি আমানত, সরকারি সঞ্চয়পত্র ক্রয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে শেয়ারে বিনিয়োগ।

শেয়ার কি? শেয়ারের অর্থ দাড়ায় ভাগাভাগি। প্রশ্ন আসবে কি ভাগাভাগি? উত্তর হলো বড় বড় কোম্পানী, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদির মালিকানা ভাগাভাগি। শেয়ার হলো মালিকানার অংশ। একটি শেয়ার একটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সর্বনিম্ন ক্ষুদ্র অংশ। সরাসরি কিনে শেয়ারের মালিক হওয়া যায়, আইপিও অথবা যৌথ স্কিম (মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইউনিট সার্টিফিকেট, পেনশন ফান্ড, প্রভিডেন্ড ফান্ড) এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শেয়ারের মালিক হওয়া যায়।

শেয়ারে বিনিয়োগ করলে লাভ কি? শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে যে কেউ কোম্পানীর মালিক হতে পারে। মালিক হওয়ার সুবাদে কোম্পানী লাভ করলে লাভের অংশ (ডিভিডেন্ড) পাওয়ার অধিকার লাভ করে, কোম্পানী যদি মূলধন বাড়াতে চায় তা পাওয়ার অগ্রাধিকার (রাইট শেয়ার) লাভ করে। কোম্পানী বাৎসরিক আর্থিক প্রতিবেদন পাওয়ার অধিকার লাভ করে। কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করে সভার কার্যক্রমের উপর মতামত প্রকাশের অধিকার, পরিচালকদের প্রতিবেদন অনুমোদন বা প্রত্যাখান করার অধিকার লাভ করে, পরিচালক নিয়োগে ভোট দেওয়ার অধিকার এবং নিরীক্ষক নিয়োগের অধিকার লাভ করে। শেয়ারের মালিকদের পুঁজিবাজার পরিভাষায় শেয়ারহোল্ডার (Shareholder) বলা হয়। কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এ শেয়ারহোল্ডারদের এসকল অধিকার দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় সুবিধা লিকুইডিটি অর্থাৎ যখন নগদ টাকার প্রয়োজন হয় ৩/৪ দিনের মধ্যে বিক্রয় করে নগদায়ন করা যায়।

কোন শেয়ারে বিনিয়োগ করবেন? বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি লোক শেয়ারে বিনিয়োগ করে আসছে। এর অন্যতম কারণ হলো সঞ্চয়ের প্রকৃত বৃদ্ধি সাধন করা। শেয়ারে বিনিয়োগ করলে দুইভাবে লাভবান হওয়া যায়। একটি হলো ডিভিডেন্ড (Dividend) অন্যটি হলো ক্রয়কৃত শেয়ারের দরবৃদ্ধি। ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিড বা সেভিং সার্টিফিকেট এ বিনিয়োগ করলে মূল টাকা বাড়ে না। শেয়ারে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করলে মূল টাকাও বাড়ে। বাড়ার হার অন্য সকল বিনিয়োগের তুলনায় অনেক বেশী। এই বিষয়টিই বেশির ভাগ লোককে শেয়ার বিনিয়োগে আগ্রহী করে থাকেন। কোম্পানী যদি ভালোভাবে চলে এবং ভালো লাভ করতে পারে, দেশের অর্থনীতিতে যদি আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি ঘটে বা পুঁজিবাজারের পারফমেন্স যদি ভালো হয় তাহলে এ কোম্পানীর শেয়ারের দর বাড়বেই। দর বাড়ার কারণে বিক্রয় করে যে লাভ হবে তাকে মূলধনজনিত লাভ বলা হয়।

শেয়ারে বিনিয়োগ করলে মূলধনজনিত লাভ হবেই এই নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। শেয়ারবাজার একটি ঝুঁকিপূর্ণ বাজার। এক এক সময় ঝুঁকির পরিমান বিপদজনক পর্যায়ে চলে যেতে দেখা যায়। না জেনে না বুঝে বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগের আসল টাকাও হারাতে হতে পারে। শেয়ারবাজারের লাভ পাওয়ার অনিশ্চয়তাও আছে। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীর চিহ্নিত দুই শত্রু হলো অতি লোভ (Greed) এবং অতিভয় (Fear)। এই দুটিকে এড়িয়ে চলতে পারলে শেয়ারবাজারের ঝুঁকিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে অন্য বিনিয়োগের তুলনায় কয়েকগুন বেশি লাভ করা যায়।

অনেকে বলে থাকেন ব্যবসা করা টাকাওয়ালাদের কাজ। গরিব ও মধ্যবিত্তদের জন্য এটি একটি আকাশকুসুম কল্পনা। কথাটা কতটুকু সত্য? শেয়ারবাজারের বিনিয়োগ সর্বনিম্ন সীমা এক লটের সম পরিমান টাকা। টাকার অংক ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা হলে বর্তমানে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ শুরু করা যায়। সর্বোচ্চ ৫/১০/১০০/২০০ কোটি টাকাও বিনিয়োগ করা যায়। আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জন্য উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

উদাহরণ-১ : রহিম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যম আয়ের একজন কর্মকর্তা। বৎসরান্তে তার সঞ্চয়ের পরিমান ১২,০০০ টাকা। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করার জন্য অফিস থেকে ১২,০০০ টাকা অগ্রিম নিয়ে মোট ২৪,০০০ টাকা শেয়ারে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলো। বিও হিসাব খুলতে তার ৫০০ টাকা খরচ হয়ে গেল। বাকি টাকা দিয়ে সে ১০ই মে ২০০৯ এ ডিসিআই কোম্পানীর ১০ টাকা মূল্যের ১০০০ টি শেয়ার ১৯.৫০ টাকা দরে ক্রয় করলো। তার মোট বিনিয়োগ হলো ১৯,৫৯৭.৫০ (১৯,৫০০ + কমিশন ৯৭.৫০)। ৩০/০৬/২০০৯ ইং তারিখে কোম্পানীর আর্থিক বৎসর শেষ হয়। ২৫/০৭/২০০৯ ইং তারিখে জানা গেল কোম্পানী ভালো লাভ করেছে এবং বিগত বৎসর গুলো থেকে বেশি হারে ডিভিডেন্ড দিতে পারে। এই আশাপ্রদ খবরের কারনে ডিসিআই কোম্পানীর শেয়ারের দর বেড়ে গিয়ে ৩০/০৭/২০০৯ এ ২৫ টাকায় উঠলো। রহিম সিদ্ধান্ত নিয়ে ৮০০ শেয়ার বিক্রি করে বিনিয়োগকৃত অর্থ নগদায়ন করে নিল। ব্রোকার কমিশন বাদে টাকা আসলো ১৯,৯০০ টাকা (৮০০ X ২৫= ২০,০০০ - কমিশন - ১০০)। সেপ্টেম্বর ৩০ তারিখে কোম্পানী ৫০% নগদ ডিভিডেন্ড এর ঘোষনা দিলো। এতে করে ১লা অক্টোবর ২০০৯ ইং তারিখে শেয়ারের বাজার দাম বেড়ে গিয়ে ৩০ এ উঠলো। রহিম আরো ১০০ শেয়ার বিক্রি করে ৩০০০ টাকা তুলে নিলো। মে ২০১০ এ শেয়ারের দর পড়ে ১৬ টাকায় নেমে এলো। রহিম তার হাতে থাকা ১০০ শেয়ারের উপর ৫০০ টাকা নগদ ডিভিডেন্ড পেলো ১০০x১০ =১০০০ x ৫০%)। হিসাব করলে রহিমের শেয়ার বিনিয়োগের অবস্থা দাড়ায় নিম্নরূপ ঃ

মোট বিনিয়োগ মে ২০০৯ তে	১০০০ শেয়ার ১৯.৫০ টাকা দরে	১৯,৫০০ টাকা
ব্রোকার কমিশন	০.৫০%	৯৭.৫০ টাকা
বিও হিসাব খোলা খরচ		৫০০ টাকা
মোট বিনিয়োগকৃত অর্থ	(ক)	২০,০৯৭.৫০ টাকা

বিক্রয় ৩০/০৭/২০০৯	৮০০ শেয়ার ২৫ টাকা দরে	২০,০০০ টাকা
বিক্রয় ০১/১০/২০০৯	১০০ শেয়ার ৩০ টাকা দরে	৩,০০০ টাকা
		২৩,০০০ টাকা
কমিশন বাবদ	(১০০+১৫)	১১৫ টাকা
		২২,৮৮৫ টাকা
নগদ ডিভিডেন্ড		৫০০ টাকা
		২৩,৩৮৫ টাকা
মজুদ ১০০ শেয়ারের ১৬ টাকায় বাজার দর	(১০০X১৬)	১,৬০০ টাকা
মোট সম্পদের বর্তমান মূল্য	(খ)	২৪,৯৮৫ টাকা
এ বৎসরে মোট লাভ হয়েছে	(খ-ক)	৪,৮৮৭.৫০ টাকা
এক বৎসরের লাভের হার		২৫%

রহিম যদি ২৪,০০০ টাকা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করতো তাহলে ৮% হারে সুদ পেত ১,৯২০ টাকা। ৭% মুদ্রাস্ফীতি বাদ দিলে প্রকৃত আয় দাড়াতো ২৪০ টাকা মাত্র।

উদাহরণ-২ : আলি সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। তার বাড়ি, গাড়ি, বড় ধরনের ব্যাংক আমানত আছে। আমানতের আয়ের টাকায় দৈনন্দিন খরচ মিটানোর জন্য যথেষ্ট। হাতে প্রচুর সময়। জ্ঞান বুদ্ধিও আছে। শরীর স্বাস্থ্যও ভালো। তেমন কোন বন্ধু বান্ধবও নাই। ছেলেমেয়েরা দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত । তাহারা সবাই নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। আলি সাহেব ঠিক করলেন তিনি শেয়ার বাজারে ৫০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করবেন। এতে নাকি লাভও হবে এবং ভালো সময়ও কাটবে।

১লা জানুয়ারী ২০০৭ ইং তারিখে তিনি চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর একটি ব্রোকার হাউজে বিনিয়োগ হিসাব ও বিও হিসাব খুলে ৫০০,০০০ টাকা জমা দিলেন। পরের দিন নিম্নলিখিত শেয়ারগুলো ক্রয় করলেন।

বিসিআই	৫০০০ শেয়ার ২০ টাকা দরে	১০০,০০০ টাকা
এবিসি	১০,০০০ শেয়ার ৩০ টাকা দরে	৩০০,০০০ টাকা
এমবিএ মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৮০০ শেয়ার ১০ টাকা দরে	৮০,০০০ টাকা
		৪৮০,০০০ টাকা
কমিশন	০.৫০%	২,৪০০ টাকা
সর্বমোট বিনিয়োগ		৪৮২,৪০০ টাকা

প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা।

আলি সাহেব প্রতিদিন পত্রিকায় বা অনলাইনে তার বিনিয়োগকৃত শেয়ারের বাজার মূল্যে উঠানামা দেখতে শুরু করেন। কোন শেয়ারের দর কমে গেলে মন খারাপ করে বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আর একটির দর বেড়ে গেছে দেখে আরো লাভ হবে এই আশায় বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নেন। জুন মাসে তার বিনিয়োগকৃত শেয়ারের বাজার দর পড়ে যায় ও তার বিনিয়োগকৃত অর্থ অর্ধেক হয়ে যায়। বিক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলে ব্রোকার ভ্যালু তাকে বিক্রয় না করার পরামর্শ দেন। কোম্পানীগুলোর খোজ খবর নিতে গিয়ে জানতে পারেন তাদের প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থা ভালো। বিশ্বমন্দার কারণে আতঙ্কিত হয়ে অনেক বিনিয়োগকারি শেয়ার বিক্রি করাতে বাজার দর অস্বাভাবিক ভাবে পড়ে গেছে। তাই আলি সাহেব শেয়ারগুলো বিক্রয় না করে ধরে রাখলেন।

২০০৮ এ আলি সাহেব ডিভিডেন্ড পেয়েছেন ৩৬,০০০ টাকা। ৩১ মার্চ ২০০৮ এ ডিভিডেন্ড এর টাকা গুলো হাতে পান।

বিসিআই ৫০০০ × ১ টাকা হারে......................................	৫০০০ টাকা
এবিসি ১০০০০ × ১.৫ টাকা হারে	১৫০০০ টাকা
এমবিএ ৮০০০ × ২ টাকা হারে.......................................	১৬০০০ টাকা
	৩৬,০০০ টাকা

ডিভিডেন্ডের টাকা দিয়ে তিনি ১২ টাকা দরে বিসিআই কোম্পানীর আরো ৩০০০ শেয়ার ক্রয় করে নিলেন। ২০০৯ এর শেষে দেখা গেল বাংলাদেশের উপর বিশ্বমন্দার কোন প্রভাব পড়েনি। এর ফলে ইনডেক্স ২০০৭ এর তুলনায় প্রায় ৮০% বেড়ে যায়। এর ফলে মি. আলির পোর্টফোলিও বাজার মূল্য (৩১ ডিসেম্বর ২০০৯) দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ

বিসিআই ৮০০০ × ৩২ টাকা হারে...................................	২৫৬,০০০ টাকা
এবিসি ১০০০০ × ৫০ টাকা হারে......................................	৫০০,০০০ টাকা
এমবিএ ৮০০০ × ১৮ টাকা হারে	১১৪,০০০ টাকা
	৯০০,০০০ টাকা

মোট বিনিয়োগ ছিল ৪৮২,৪০০ টাকা। দুই বছর পর বাজার মূল্য দাড়ায় ৯০০,০০০ টাকা। বিক্রয় করলে লাভ হবে ৪১৭,৬০০ টাকা। লাভের হার দাড়াবে ৮৬.৫৭%। এতো বেশি লাভ আমাদের পুঁজিবাজারে বিগত বছরগুলোতে এই ধরনের লাভ অনেকেই করেছেন। ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আসল টাকা হারিয়েছেন এরকম অনেক বিনিয়োগকারী আছেন। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে আসে উইনিং ট্রিক্স কি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে নির্দ্বিধায় বলা যায় কম বা বেশি টাকা দিয়ে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শুরু করা যায়। সকলের জন্য সাফল্যের চাবিকাঠি একরকম নাও হতে পারে। নিম্নে এ ব্যাপারে একটি নির্দেশনা দেওয়া হলো।

Wining Tricks? (Thing to watch out)

- পুঁজিবাজারের অবস্থা হলো উত্থান ও পতনের বাজার।
- আপনি কি করছেন সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকতে হবে।
- পোর্টফোলিও গঠন ও সবসময় তার গতিবিধির উপর খেয়াল রাখতে হবে।

- বাজারে ঢোকা (ক্রয় করা) এবং বের হয়ে যাওয়া (বিক্রয় করা) এর নিয়মনীতি জানতে হবে।
- ক্রয় করা বা বিক্রয় করার সংকেত (Signal) জেনে ও বোঝে অতিলোভ বা অতিভয় পরিহার করার নিয়মানুবর্তিতা পালন করে শেয়ারে বিনিয়োগ চালিয়ে যেতে হবে।
- শেয়ারে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ অবশ্যই ভালো লাভ দিবে।

সাফল্যের চাবিকাঠির তালিকা অনেক দীর্ঘ।

দুইভাবে শেয়ার ক্রয় করা যায়। বিও একাউন্ট খুলে আইপিওতে আবেদন জমা দিয়ে। আইপিও'র খবরাখবর পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। ব্রোকার ভ্যালু থেকেও পাওয়া যায়। স্টক এক্সচেঞ্জ এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পন্থা হলো সেকেন্ডারী মার্কেট থেকে ব্রোকার ভ্যালু এর মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় করা যায়। ভালো সেবা দেয় এ ধরনের ব্রোকার ভ্যালু এর মাধ্যমে সেকেন্ডারী মার্কেট এ ঢোকা ভালো। মার্চেন্ট ব্যাংকেও হিসাব খুলে সেকেন্ডারী মার্কেট থেকে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা যায়। আইপিও প্লেসমেন্ট নিয়েও শেয়ার ক্রয় করা যায়। এতে ঝুঁকিও বেশি এবং লাভের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। স্টক এক্সচেঞ্জ এর ওয়েবসাইটে ব্রোকার ভ্যালু এর নাম ঠিকানা দেওয়া থাকে। নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য ভালো ব্রোকার ভ্যালু বা বড় বিনিয়োগকারীদের জন্য মার্চেন্ট ব্যাংক ভালো মাধ্যম। ব্রোকার ভ্যালু স্টক এক্সচেঞ্জ এর অনুমোদিত সদস্য কিনা সেটা দেখে নিতে হবে। ব্রোকার ভ্যালু এর অফিসটি অনুমোদিত কিনা সেটাও দেখে নিতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী বিএসইসি এর অনুমতিপত্র অফিসে সাধারণের নজরে পড়ে এইভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে ব্রোকার ভ্যালু এর ভূমিকা খুবই বেশি। বেশির ভাগ ব্রোকার ভ্যালু খুবই ছোট। স্টক এক্সচেঞ্জ এ সরাসরি অর্ডার দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। ব্রোকার ভ্যালু এ ক্রয় বা বিক্রয়ের অর্ডার দিতে হয়। অর্ডার দুই প্রকার : লিমিট অর্ডার ও মার্কেট অর্ডার। লিমিট অর্ডারে বিনিয়োগকারী ক্রয় বা বিক্রয় মূল্য নির্দিষ্ট করে দেয়। ব্রোকার ভ্যালু এর প্রতিনিধির বেধে দেওয়া দরে ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারবেন। মার্কেট অর্ডার হলে ব্রোকার ভ্যালু -এর প্রতিনিধি ভালো দরে ক্রয় বা বিক্রয় করার চেষ্টা করবেন। দরের উঠানামা ধরে ক্রয় বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন।

কোন শেয়ার আপনার জন্য ভালো এটা বুঝা কঠিন কাজ। ব্রোকার ভ্যালু বা শেয়ারবাজার পরামর্শক কাউকে পেলে কাজটি সহজ হয়। তাদেরকে নিম্নে উল্লেখিত তথ্য দিলে আপনার জন্য সঠিক শেয়ার , সঠিক সময়ে ও সঠিক মূল্যে ক্রয় বা বিক্রয় পরামর্শ দিতে পারবে। মনে রাখতে হবে একই শেয়ার একই দিনে সবার জন্য ভালো নাও হবার সম্ভাবনা বেশি।

(ক) বিনিয়োগকৃত শেয়ারের অর্থ তাড়াতাড়ি তুলে নিতে হবে কিনা?
(খ) নাকি বিনিয়োগকৃত অর্থ ২/৩ বৎসরে তোলে নেওয়ার প্রয়োজন হবে না?
(গ) অথবা ক ও খ উভয়টির উত্তর হতে পারে কি?
(ঘ) কত টাকা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী?
(ঙ) একটি শেয়ারে বিনিয়োগ করবো না একাধিক শেয়ারে বিনিয়োগে আগ্রহী?
(চ) সরাসরি কি শেয়ারে বিনিয়োগ করবো না পরোক্ষভাবে অর্থাৎ মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইউনিট সার্টিফিকেট-এর মাধ্যমে যাবেন?
(ছ) লাভের হার কত করতে চান?
(জ) শুধু ব্লুচিপ শেয়ারে বিনিয়োগে আগ্রহী না অন্য শেয়ারেও?

মনে রাখতে হবে একই শেয়ার সবার জন্য ভালো নাও হবার সম্ভাবনা বেশি।

এসকল প্রশ্নের উত্তর পেলে ব্রোকার বা পরামর্শক কোন শেয়ারে বিনিয়োগ করলে লাভ বেশি হবে তাহার দিক নির্দেশনা দিতে পারবে। ক্রয় আদেশ সম্পাদিত হলে ব্রোকার কনফারমেশন নোট দিবে। তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে চেক দিতে হবে। বিক্রয় আদেশ সম্পাদিত হলে কনফারমেশন নোট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার ডেলিভারির জন্য সম্মতি দিতে হবে। জেড ক্যাটাগরি ছাড়া অন্য সব শেয়ার T+৩ তে টাকা পাওয়া যায়। যেদিন বিক্রয় করেছে সেদিন বাদ দিয়ে ৩য় কার্য দিবসে ব্রোকার ভ্যালু ষ্টক এক্সচেঞ্জ থেকে চেক পাবে। বিনিয়োগকারী ৪র্থ কর্মদিবসে চেক পাবে।

ক্রয়কৃত শেয়ার কোথায় রাখবেন? সকল ক্রয়কৃত শেয়ার সিডিবিএল-এ থাকবে। ব্রোকার ভ্যালু থেকে বা সামান্য ফি-এর বিনিময়ে সিডিবিএল থেকে স্টক স্টেটমেন্ট পাওয়া যাবে। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হলে বিনিয়োগকারীর মোবাইল নম্বরে ম্যাসেজের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়।

শেয়ার ক্রয় করলে পরে কি করতে হবে? দৈনিক খবরের কাগজে বা ইটিভি-তে প্রচারিত অনুষ্ঠান থেকে আপনার কেনা শেয়ার এর মূল্য কি অবস্থায় আছে বা যাচ্ছে তা দেখতে হবে। স্টক এক্সচেঞ্জ এর ওয়েবসাইটেও শেয়ারের দৈনিক বাজার দাম পাওয়া যাবে। মোবাইলে Apps ব্যবহার করেও শেয়ারের দৈনিক বাজার মূল্য জানা যায় ।

আমাদের দেশে শেয়ার বিনিয়োগ সহায়ক তথ্য পাওয়ার বড় উৎস হলো কোম্পানীর নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক হিসাব ও পরিচালকদের প্রতিবেদন এবং সময় সময় পত্র-পত্রিকায় কোম্পানী সংক্রান্ত খবরা-খবর। বর্তমানে ডিবিএস (DVS) চালুর কারণে কোম্পানীর নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে।

কোভিট: ২৬শে মার্চ ২০২০ থেকে ৩০শে মে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় দুই মাসের বেশি সময় বাংলাদেশের পুঁজিবাজার বন্ধ ছিল। পৃথিবীর কোন দেশে কোভিটের কারণে পুঁজিবাজার বন্ধ ছিল না। কোভিটের কারণে অনলাইন এজিএম চালু হয়েছে। বর্তমানে অনলাইন এবং ফিজিক্যাল দুই ভাবে এজিএম চালু আছে। এটাকে হাইব্রিড সিস্টেম বলে। কিন্তু বিনিয়োগকারীদের কথা বলার পরিবেশ নাই। এজিএম যেভাবে হোক শেয়ারহোল্ডারদের কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। এই অধিকার দেওয়ার মনোভাবটা উদ্যোক্তাদেও দিতে হবে।

ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে এবং আরো অবমূল্যায়ন হতে পারে এটা আশঙ্কা করে অনেক বিদেশী বিনিয়োগকারী পুঁজিবাজার থেকে তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে এবং নতুন কোন বিনিয়োগ আনছে না।

দীর্ঘদিন বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আইপিও আসা বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হয়েছে। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে ৫টি কোম্পানী বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আইপিও আসছে। এই ৫টি কোম্পানী পুঁজিবাজার থেকে ৬৯৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

পুঁজিবাজার সংস্কারের মধ্যে অন্যতম হলো এসএমই মার্কেট। পুঁজিবাজারে আগ্রহী অনেক কোম্পানীর ৩০ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন না থাকায় লিষ্টিং হতে পারছিল না। ২০২১ সাল থেকে বিএসইসি যেসব কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ৫ কোটি টাকার উপরে এবং ৩০ কোটি টাকার নিচে তাদের এসএমই মার্কেটের মাধ্যমে লিষ্টিং হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১১ই মার্চ ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৪টি কোম্পানী এসএমই মার্কেটে লিষ্টিং হয়েছে।

পুঁজিবাজারের আরেকটা সংস্কার হচ্ছে ওটিসি মার্কেটের বিলুপ্তি। দীর্ঘদিন ধরে ওটিসি মার্কেটে থাকা কাম্পানী গুলোকে তিনটি বিকল্প দেওয়া হয়েছে। এসএমই মার্কেটে আসা, এটিবি মার্কেটে আসা এবং যেসব কোম্পানীর উৎপাদন বা সেবা বন্ধ সেসব কোম্পানী বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরত দিয়ে মার্কেট থেকে এক্সিট করা।

পুঁজিবাজারের সুবিধার সম্প্রসারন, ২০১০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ব্রাঞ্চ খোলার উপর নিষেদাজ্ঞা ছিল। ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ সাল থেকে ডিজিটাল বুথ খোলার অনুমতি দেয়া হয়। এর ফলে উপজেলা পর্যন্ত ব্রোকার হাউজের সাব- ব্রাঞ্চ বা ডিজিটাল বুথ খোলার অনুমতি আসে। এটা একটা ভাল উদ্যোগ।

ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার অস্থিরতা শুরু। এই সময় শেয়ার প্রাইস/ইনডেক্স/ভলিউম কমতে থাকে।বাজারের অস্থিরতা থামানোর জন্য ২৮শে জুলাই ২০২২ সালে ফ্লোর প্রাইস দেওয়া হয়। ফ্লোর প্রাইস মানে শেয়ার প্রাইস বিএসইসি কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট একটা প্রাইসের নিচে নামতে না পারা। ফ্লোর প্রাইস দেওয়ার কারণে বাজার তারল্য হারায়। ২১শে জানুয়ারী ২০২৪ সালে ফ্লোর প্রাইস উঠানো হয়।

কোভিট এবং ফ্লোর প্রাইস উভয়ই পুঁজিবাজারে অপূরণীয় ক্ষত সৃষ্টি করেছে। কবে এই ক্ষত সারবে বলা মুশকিল।

যাদের শেয়ার আপনি আমি ক্রয় করবো তাদের লাভ কি? শেয়ারবাজারকে সহযোগিতা করে সরকারের লাভ কি? কোম্পানী শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হলে শ্রমিক কর্মচারীদের লাভ কি ইত্যকার নানা প্রত্যাশার উত্তর পাবেন "শেয়ারবাজার জিজ্ঞাসা" বইটির পঞ্চম সংস্করনে। ঝটপট পড়ে ফেলুন। ভালো লাগলে অন্যদেরকেও বইটি সংগ্রহে রাখতে বলুন। একবার পড়ে রেখে দিবেন না। ভালোভাবে জানতে হলে কিছু কিছু বিষয় কয়েকবার পড়ুন। পাঠকের ভালোলাগা নিয়ে যেতে চাই। বাদ বাকি আল্লাহর ইচ্ছা। আপনাদের দোয়া হবে আমার আসল লাভ, আসল পাওয়া। আপনার বিনিয়োগ সফল হোক।

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, এফসিএমএ
মোবাইল : ০১৭১১-৭৬২৬৬৫